Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আক্তার দিয়া

রোলঃ 216021305

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া আক্তার দিয়া

রোলঃ 216021305

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামে নারীর মর্যাদা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল, আইডিঃ 216021305 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামে নারীর মর্যাদা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সাদিয়া আক্তার দিয়া

(স্বাক্ষর)

সাদিয়া আক্তার দিয়া

আইডিঃ 216021305

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5
মা হিসেবে নারীর মর্যাদা: 7
স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা: 10
কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা: 13
বোন হিসেবে নারীর মর্যাদা: 16
নারীবাদ বনাম ইসলামে নারী 17
ইসলামী নারীবাদ 23
জাহেলি যুগে নারী: 26
বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর মর্যাদা: 33
পশ্চিমা সংস্কৃতিতে নারীর মর্যাদা: 35
উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর মর্যাদা: 36
পর্দায় নারীর মর্যাদা: 41
সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনে নারীর মর্যাদা: 49
বিয়েতে নারীর অধিকার 54
উপসংহার 62
রেফারেন্স: 64

ভূমিকা:

ইসলামে আল্লাহ্ তায়ালা পুরুষকে যেমন নারীর উপর আধিপত্য দিয়েছেন। তেমনি নারীকে দিয়েছেন মর্যাদা। আল্লাহ্ তায়ালা কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে নারী ও পুরুষ দুইটি শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। নারী ও পুরুষ একে অপরের সম্পূরক।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَّ خَلَقۡنٰكُمۡ اَزۡ (وَاجًا٨(ۙ

আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়। (সূরা আন নাবা:৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ
[الحجرات: ١٣]

"হে মানব জাতি, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারী থেকে"। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩]

ইসলাম নারীর যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক' [সুরা বাক্বারাহ আয়াত:১৮৭]

আল্লাহ্ তায়ালা সুরা নিসায় বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبا-ً

'হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা (আদম) হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ আত্মা হ'তে তাঁর জোড়া (হাওয়া)-

কে সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ’তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হ’তেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন’ [সূরা নিসা, আয়াত:১]

ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে লোকেরা অনাথ ও এতিমদের ধনসম্পদ যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করতো না এবং নারীদের সাথে নিচু আচরণ ও অবহেলা করতো। তাই প্রত্যেকে যে একই মূল হতে আগত এবং একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ হজরত আদম ও হওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে সৎভাব জাগিয়ে তোলার জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন।
অর্থাৎ নারীদের হেয় করা, তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো অবকাশ নেই। নারী পুরুষ সকলেই একই ধারায় পৃথিবীতে আগত।

আল্লাহ্ তায়ালা সুরা নিসায় আরো বলেন,
يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَ لَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا﴿١٩﴾

হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিছ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন। [সূরা নিসা আয়াত:১৯]

ইসলাম নারীর মর্যাদা মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, কন্যা হিসেবে সমাসীন করেছে শীর্ষ স্থানে। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে কোথাও ইসলামের ন্যায্য অধিকার ছিল না। ইসলামে একজন নারীকে পুরুষের থেকে অধিক মর্যাদা দিয়েছে। পৃথিবীর সর্বপ্রথম পুরুষ হযরত আদম (আ.) ও সর্বপ্রথম নারী হযরত হওয়া (আ.)। মহান আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির শুরুতেই পুরুষের পাশাপাশি নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে একই দিনে একই সঙ্গে দুনিয়াতে নর ও নারীর আবির্ভাব ঘটান।

মা হিসেবে নারীর মর্যাদা:

একজন নারী শুধু মা হিসেবে বাবার চেয়ে অধিকরেই বড় নন, অধিকার ও মর্যাদায় ও শ্রেষ্ঠ। জীবিত মা বাবার মধ্যে সেবা পাওয়ার অধিক হক্কদার মা। ইসলাম নারীকে মা হিসেবে এতো মর্যাদা দিয়েছে যে মায়ের খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত সহজ হয়ে যায়। মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত এর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। মায়ের অবাধ্য হতে নিষেধ করা হয়েছে। মা কে কষ্ট দিয়ে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، قُلْتُ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَب.َ

হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সদ্ব্যবহার পেতে কে অধিক হক্কদার? তিনি বলেনঃ তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তোমার মা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তোমার পিতা, তারপর ক্রমান্বয়ে আত্মীয়ের সম্পর্কের নৈকট্যের ভিত্তিতে (দারিমী, তিরমিযী, হাকিম)।

এই হাদীস দ্বারা রাসূল সাঃ স্পষ্ট করেন নারীর মর্যাদা। মা হিসেবে নারীর মর্যাদা অতুলনীয়। মা সন্তান কে গর্ভধারণ করেন অনেক কষ্ট অনেক ও যাতনা সয়ে। তারপর সন্তান জন্মের পর সন্তান কি দুগ্ধপান থেকে শুরু করে সন্তানের লালন পালন, সন্তানের

অসুস্থতায় সেবা করা। সন্তান পালনে পিতার ভূমিকা অতুলনীয় হলেও একজন মা সন্তান লালন পালনে বাবার থেকে অনেক বেশি ভূমিকা রাখেন।

হাদীসে আরো এসেছে,

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ. فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَعْلَمُ عَمَلاً أَقْرَبَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ.

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে আমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করলো। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিবাহ করতে পছন্দ করলো। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বললো, না। তিনি বলেন, তুমি মহামহিম আল্লাহর নিকট তওবা করো এবং যথাসাধ্য তার নৈকট্য লাভে যত্নবান হও। আতা (রহঃ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মা জীবিত আছে কিনা তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বলেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচারের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নাই (বাযযার)।

এ থেকে বোঝা যায় নারী হিসেবে মায়ের মর্যাদা অতুলনীয়। এই মর্যাদা ইসলাম কর্তৃক।

মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত। রাসুল (সা.) এক সাহাবিকে জিহাদে যাওয়ার পরিবর্তে মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকার পরামর্শ দেন।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একদিন মুয়াবিয়া ইবনে জাহিমা আসসালামি (রা.) রাসুল (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল! আমি জিহাদ করতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী?’ জবাবে রাসুল (সা.) বলেন, তোমার মা আছেন? তিনি বলেন, আছেন। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকো। কেননা, তার পায়ের নিচেই জান্নাত।’ (সুনানে নাসায়ি : ৩১০৬)

অন্য এক হাদীসে আবু হুরাইরা (রা.) বলেন একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, ‘সে দুর্ভাগা! সে দুর্ভাগা! সে দুর্ভাগা!’ উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ‘সে কে?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি মাতাপিতা উভয়কে অথবা যেকোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।’ (মুসলিম : ৬২৭৯)। অন্য আরেক হাদিসে মায়ের অবাধ্য হওয়াকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন : ‘আল্লাহতায়ালা মায়ের অবাধ্য হওয়াকে তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।’ (মুসলিম : ৪৫৮০)।

তাই আমাদের সর্বদা উচিত মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা। মা কে যথাযথ সম্মান করা। তার সকল আদেশ উপদেশ মেনে চলা। মায়ের সাথে উচ্চবাচ্য না করা। মহান আল্লাহ তায়ালা নারীকে মা হিসেবে যেই সম্মান দিয়েছে তা ভুলণ্ঠিত না করা। তার বার্ধক্যে তাকে এমন ভাবে সেবা করা ঠিক যেমন ভাবে এখন মা তার সন্তানকে লালন পালন করেছে।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে আমাদের জন্য দুআ শিখিয়ে দিয়েছেন,

“রাব্বির হাম-হুমা কামা রাব্বা ইয়ানি ছাগিরা।”

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"হে আমার প্রতিপালক! আমার পিতা-মাতার প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।”[সূরা বনী ইসরাইল আয়াত:২৪]

স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা:

নারী পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। নারী পুরুষ ছাড়া একটা পরিবার গঠন হতে পারে না। নারী পুরুষের বৈবাহিক অবস্থার মাধ্যমে পরিবার গঠন হয় ও সন্তান সন্ততির মাধ্যমে রাসূল সাঃ এর উম্মাহ প্রসারিত হয়। সেজন্য স্ত্রী হিসেবে নারী উম্মাহ গঠনে অনেক বড় ভূমিকা পালন করেন। এতে করে ইসলামে নারীর মর্যাদা অনেক গুণ বেড়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يالروم[٢١ :

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে"। [সূরা : আর্-রূম: ২১]

হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি"।[তিরমিযী: হাদীস নং ৩৮৯৫]

এ দ্বারা বোঝা যায়, ইসলাম নারীর মর্যাদা এমন ভাবে সমুন্নত করেছে যে একজন স্বামী উত্তম কি না সেটা তার স্ত্রীর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে।

স্ত্রী হিসেবে নারীকে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন। সমাজে নারীরা অনেক নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়। সেক্ষেত্রে নারীদের সম্মান নিশ্চিত করতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, “স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার আছে যেমন স্বামীদের তাদের উপর অধিকার রয়েছে। এবং তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। [সূরা বাক্বারাহ : ২২৮]।

ইসলাম নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা পুরুষদের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن

‘তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক’।

[সূরা বাক্বারাহ ১৮৭]

তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبا-

‘হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা (আদম) হ’তে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ আত্মা হ’তে তাঁর জোড়া (হাওয়া)-কে সৃষ্টি করেছেন এবং এতদুভয় হ’তে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবী করে থাক এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হ’তেও ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন’ [সূরা নিসা আয়াত:১]।

রাসূল সা. বলেন-

“তোমরা স্ত্রী লোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে। তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ আল্লাহর নামে এবং এভাবেই তাদের হালাল মনে করেই তোমরা তাদের উপভোগ করেছ।” (মুসলিম)।

উমর রা. বলেন- “আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, জাহেলিয়াতের যুগে আমরা মেয়েলোকদের কিছুই মনে করতাম না। কোনো গুরুত্বই দিতাম না। পরে যখন আল্লাহ তাদের মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট অকাট্য বিধান নাজিল করলেন এবং তাদের জন্য মিরাসের অংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন, তখন আমাদের মনোভাব ও আচরণের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো।” (মুসলিম)।

এভাবে ইসলাম স্বামীদের পরিত্যক্ত সম্পদে স্ত্রীদের হক সুনিশ্চিত করেছেন। সর্বক্ষেত্রে নারীদের সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

হাদীসে আরো এসেছে,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ، شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ " أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ " عَوَانٌ عِنْدَكُمْ " . يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُم. ْ

সুলাইমান ইবনু আমর ইবনুল আহওয়াস (রাহঃ) হতে তার পিতার সুত্রে বর্ণিত আছে, বিদায় হাজ্জের সময় তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং ওয়াজ-নাসীহাত করলেন। এ হাদীসের মধ্যে বর্ণনাকারী একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ স্ত্রীদের সাথে ভালো আচরণের উপদেশ নাও। তোমাদের নিকট তারা বন্দীর মত। তাছাড়া তোমাদের আর কোন অধিকার নেই তাদের উপর, কিন্তু তারা যদি সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতায় লিপ্ত হয় (তবে ভিন্ন কথা)। তারা যদি তাই করে তাহলে তাদের বিছানাকে আলাদা করে দাও এবং সামান্য প্রহার কর, মারাত্মক প্রহার নয়। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদেরকে নির্যাতনের অজুহাত

খুঁজতে যেও না। জেনে রাখ! তোমাদের যেমন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি অধিকার আছে, তাদেরও তোমাদের প্রতি ঠিক সেরকমই অধিকার আছে। তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা যাদেরকে পছন্দ কর না তারা যেন সেসব লোককে দিয়ে তোমাদের বিছানা পদদলিত না করায় এবং যেসব অনুমতি না দেয়। জেনে রাখ! তোমাদের প্রতি তাদের অধিকার এই যে, তোমরা তাদের উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। - [হাসান, ইবনু মাজাহ ১৮৫১]

কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা:

নারী জাতি মানব সমাজেরই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। নারী সৃষ্টি জগতের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এক অনুপম, অভিনব এবং অতুলনীয় সৃষ্টি। কন্যা সন্তান মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মা-বাবার জন্য একটি বিশেষ নেয়ামত। ইসলাম কন্যাদের ও অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। কন্যাদের মাধ্যমে পিতা মাতাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكْمِلٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الْمُعَاوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে তাদের ব্যয়ভার বহন করে এবং তাদের সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার করে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। লোকজনের মধ্য থেকে একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারো যদি দুটি কন্যা সন্তান থাকে? তিনি বলেনঃ দুইটি কন্যা সন্তান হলেও (আবু দাউদ, তাবারানী, বাযযার)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ سَعِيدٍ الأَعْشَى، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكْمِلٍ الزُّهْرِيُّ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ،

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ عَالَ ثَلاَثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ " .

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান কে লালন-পালন করলো, তাদেরকে আদব শিক্ষা দিলো, বিয়ে দিলো এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করলো, তার জন্য জান্নাত রয়েছে। [তিরমিযী ৫১৪৫]

কন্যা সন্তানকে অশুভ মনে করা কাফেরদের বদস্বভাব। কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করা খাঁটি মুমিনের পরিচয় নয়। কন্যাসন্তানকে অশুভ বা অকল্যাণকর মনে করা ইসলামে একটি গর্হিত কাজ। ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে কন্যা জন্মলাভ হওয়াকে নিজের জন্য অপমানের বিষয় মনে করা হতো। ইসলাম এ কুপ্রথার অবসান ঘটিয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেন,

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمۡ بِالۡاُنۡثٰی ظَلَّ وَجۡهُهٗ مُسۡوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيۡمٌ﴿۵۸﴾
یَتَوَارٰی مِنَ الۡقَوۡمِ مِنۡ سُوۡٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَیُمۡسِكُهٗ عَلٰی هُوۡنٍ اَمۡ یَدُسُّهٗ فِی التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا یَحۡكُمُوۡنَ﴿۵۹﴾

‘যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ অন্ধকার হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে নাকি তাকে মাটির নিচে পুতে ফেলবে। শুনে রাখো, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।’ [সুরা আন-নাহল, আয়াত : ৫৮-৫৯]

কন্যা সন্তানের মাধ্যমে আল্লাহ পরিবারে সুখ ও বরকত দান করেন।
এছাড়াও কিয়ামতের দিন রয়েছে তাদের জন্য পুরস্কার। হাদিসে এমন কথা উল্লেখ হয়েছে।

عَن أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْن حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ»وضَمَّ أصَابِعَهُ . رواه مسلم

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি দু’টি কন্যাকে তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কেয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু’টি আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি আসবো (অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলগুলি মিলিত করে দেখালেন)’। [মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৩১, তিরমিজি, হাদিস নং: ১৯১৪, মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ১২০৮৯, ইবনু আবি শাইবা, হাদিস নং: ২৫৯৪৮]

নারী হিসেবে কন্যার মর্যাদায় হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، هُوَ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ " . وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ غَيْرَ حَدِيثٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ وَالصَّحِيحُ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَس. ِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলনে, রাসুল (সা.) ইরশাদ করনে, ‘যার ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলো, অতঃপর সে ওই কন্যাকে কষ্ট দেয়নি, মেয়ের ওপর অসন্তুষ্টও হয়নি এবং পুত্র সন্তানকে তার ওপর প্রধান্য দেয়নি, তাহলে ওই কন্যার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ’ (মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ১/২২৩)

হাদীসে আরো এসেছে,

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ " مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّار ". ِ

‘আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, এক ভিখারিণী দু’টি শিশু কন্যা সঙ্গে করে আমার নিকট এসে কিছু চাইলো। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দু’ভাগ করে কন্যা দু’টিকে দিয়ে দিল। এরপর ভিখারিণী বেরিয়ে চলে গেলে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট ঘটনা বিবৃত করলে তিনি বললেনঃ যাকে এরূপ কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোনরূপ পরীক্ষা করা হয় সে কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে আড় হয়ে দাঁড়াবে।

[সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৪১৮]

বোন হিসেবে নারীর মর্যাদা:

মা, স্ত্রী, কন্যার মতই বোন হিসেবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা রয়েছে। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পরেই নারীর যথাযথ মর্যাদা দিতে সমাজ, পরিবার বাধ্য হয়েছে।

হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُكْمِلٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ الْمُعَاوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ »َ

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ; যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন আছে এবং সে তাদের সাথে মমতাপূর্ণ ব্যবহার করে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে (দারিমী, তিরমিযী, আবু দাউদ, হিব্বান ৭৯)।

এই হাদীস দ্বারা তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যারা কন্যা বা বোনের প্রতি স্নেহময়, মমতাপূর্ন। অর্থাৎ, ইসলাম সকল ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছে।

নারীবাদ বনাম ইসলামে নারী

নারীবাদ হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতার একটি মতবাদ। এই মতবাদের মূল হলো নারী পুরুষের সমঅধিকার, পুরুষের নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার রোধ, নারী সমাজে সংগঠিত হওয়া। নব্য জাহিলিয়াতের কাঠামো কে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে ফেমিনিজম বা নারীবাদ। নারীবাদ মতাদর্শ হলো নারীরা রাজনৈতিক, সামাজিক, লৈঙ্গিক, বৌদ্ধিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে। যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। নারীরা মনে করে নারীবাদ নারীদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। কিন্তু নারীবাদ নারীদের অধিকার দেয়না বরং নারীবাদ নারীদের জন্য জুলুম।

পুরুষ নারীর সমান অধিকার কখনো নারীর জন্য সুখকর নয়। পুরুষ উপার্জন করবে আর নারী ঘরে থাকবে এটাই নারীর অধিকার। এটাই স্রষ্টাপ্রদত্ব অধিকার। পুঁজিবাদ নারীকে অধিকারের নামে রাস্তায় বের করে তাদের দিয়ে ব্যবসা করতে চায়, এবং তারা এই মতবাদ প্রচলন করে সফল।

- **নারীবাদের ইতিহাস:**

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে নারীবাদের প্রাথমিক ধারণা আলোচিত হয় ইউরোপে। নারীবাদের সূচনা ঘটে তথাকথিত এনলাইটেনমেন্ট (Enlightenment) এর মাধ্যমে। নারীবাদী অনদলনের প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিমা সমাজের বিভিন্ন সামাজিক বিধিবিধান ও আইন পরিবর্তন শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সংঘবদ্ধ ভাবে নারীবাদের সূচনা ঘটে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে। এই সময় কালকেই বলা হয় first wave faminism বা নারীবাদ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়।

second wave faminism বা নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯৬০ এর দশকে। এই পর্যায়ে নারীবাদ যৌনো স্বাধীনতা, প্রজনন অধিকার ও কর্মক্ষেত্রে

সমঅধিকারের দিকে মনোযোগ দেয়। এই পর্যায়ে নারীবাদ মিডিয়া, রাজনৈতিক পলিসি এবং শিক্ষাঙ্গনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এর প্রভাবে জাতিসংঘে গৃহীত হয় সিডও (SEDAW) সনদ। পশ্চিমারা দারুন ভাবে সফল হয়।

third wave faminism বা নারীবাদের তৃতীয় পর্যায়ের সূচনাকাল হল গত নব্বই এর দশকে। এই পর্যায়ে নারীবাদ সমকামিতা, রূপান্তরকামীতা, উভকামিতাসহ বিভিন্ন যৌন বিকৃত স্বাধীনতার আন্দোলন করে। এভাবে আশি ও নব্বই দশক থেকে নারীবাদের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সৃষ্টি হয়ে নারীবাদের চিন্তা ধারা নারীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার সফল কার্যক্রম করে।

- **সামাজিক অবক্ষয়**

নারীবাদ আন্দোলনের ইতিহাসই কি নারীবাদের প্রকৃত কাজ! নাকি এরা সমাজে অন্য কিছুর বীজ বপন করছে! তারা নারীবাদের উদ্দেশ্যে সামাজিক যে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সেটা কতটা ভয়াবহ সেটা আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

- **পোশাকের স্বাধীনতা:**

সম্প্রতি কিছু নারীবাদীদের পোশাকের স্বাধীনতা চেয়ে পথে নেমে আন্দোলন করতে দেখা যায়। তাদের আন্দোলনের মূল কথা তারা চাইলে যে কোনো পোশাক পড়তে পারবে, মেয়েরা ছেলেদের পোশাক পরতে পারবে, ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পরতে পারবে। খুবই সূক্ষ্ম ভাবে তারা নারীদের পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ এবং পুরুষদের নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ করার প্রক্রিয়া সমাজে সহজতর করে দিচ্ছে। এভাবেই সমাজের অবক্ষয় শুরু। এভাবেই তারা আস্তে আস্তে নারীবাদ আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের অবস্থা অস্থিতিশীল করছে যার ফলশ্রুতিতে দিন দিন সামাজিক অবক্ষয় হচ্ছে।
অন্যদিকে হাদীসে এসেছে,
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত,

»لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَال«

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে নারীর বেশ ধারণকারীদের এবং নারীদের মধ্যে পুরুষের বেশ ধারণকারিণীদের অভিশাপ দিয়েছেন" ।[সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪২৯]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে আরও বর্ণিত আছে,

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاء«

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীবেশী পুরুষদেরকে এবং পুরুষবেশী নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন" ।[সহীহ বুখারী; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪২৮]

অর্থাৎ পুরুষ নারীর স্বভাব ভিন্ন, পোশাক ভিন্ন, চালচলন, বেশভুষা সবই ভিন্ন। পুরুষ পুরুষত্বের স্বভাব ধরে রাখবে। নারী তার মেয়েলি আচরণ, স্বভাব ধরে রাখবে। এটা আল্লাহরই বিধান। নাহলে মানবজীবন সঠিকভাবে চলবে না, অস্থিতিশীলতা তৈরি হবে।পুরুষের নারীর বেশ ধারণ এবং নারীর পুরুষের বেশ ধারণ স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। এর ফলে সমাজে উচ্ছৃংখলতা ও বেলেল্লাপনা ছড়িয়ে পড়ে।

হাদীসে আরো এসেছে,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُل«

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন সেই পুরুষের ওপর যে মেয়েলী পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীর ওপর, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে"। [সুনান আবু দাউদ; মিশকাত, হাদীস নং ৪৪৬৯]।

আল্লাহর বিধান শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলে, আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চললে পরিবার ও সমাজ ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। এছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে আছে উত্তম প্রতিদান।

- **কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার:**

নারীবাদ আন্দোলনের আরেকটি টার্ম হচ্ছে অর্থনৈতিক ভাবে সমান অধিকার। অর্থাৎ পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উপার্জন করার অধিকার। কিন্তু এই পর্যায়ে নারীবাদ তাদের বোকা বানাচ্ছে খুব সহজ ভাবে। তারা পুরুষের সমান শ্রম দিয়েও পুরুষের সমান পারিশ্রমিক পাচ্ছেনা তারপরও তারা নিশ্চুপ। পশ্চিমাদের ব্যবসার হাতিয়ার হয়ে তারা নিজেরাই সমাজের অবক্ষয় ডেকে আনছে। এছাড়াও পুরুষের লালসার শিকার হয়ে নিজের সম্ভ্রম, ইজ্জত দিতেও হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে।

অন্যদিকে, ইসলাম এক্ষেত্রে পুরুষকে দিয়েছে নারীর উপর আধিপত্য। পুরুষ বাইরে গিয়ে কষ্ট করে উপার্জন করবে নারীর সকল ব্যায়ভার, ভরণপোষণ গ্রহণ করবে।

হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوِ اكْتَسَبْتَ - وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " وَلاَ تُقَبِّحْ " . أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ. ُ

হাকীম ইবনু মু’আবিয়াহ আল-কুশাইরী (রহঃ) হতে তার পিতা থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, একদা আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেনঃ “তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক দিবে। তার মুখমণ্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই রাখবে।

[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২১৪২]

আল্লাহ্‌ তায়ালা নারীকে ঘরে থাকার মধ্যেই মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন,

وَ قَرۡنَ فِیۡ بُیُوۡتِکُنَّ وَ لَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ الۡجَاهِلِیَّۃِ الۡاُوۡلٰی وَ اَقِمۡنَ الصَّلٰوۃَ وَ اٰتِیۡنَ الزَّکٰوۃَ وَ اَطِعۡنَ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ ؕ اِنَّمَا یُرِیۡدُ اللّٰهُ لِیُذۡهِبَ عَنۡکُمُ الرِّجۡسَ اَهۡلَ الۡبَیۡتِ وَ یُطَهِّرَکُمۡ تَطۡهِیۡرًا ﴿۳۳﴾

আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।

[সুরা আল আহযাব আয়াত:৩৩]

এতে করে নারীকে বাইরে গিয়ে কষ্ট করে উপার্জন করতেও হলো না, নারী পুরুষের সংমিশ্রণ হয়ে ফিৎনার দুয়ার খুলল না। অবৈধ সম্পর্ক, ধর্ষণ, পরকীয়া সহ নানারকম সমস্যা কমে পারিবারিক সামাজিক ভারসাম্য ঠিক থাকলো। আল্লাহ প্রদত্ত বিধানেই রয়েছে নারীর মর্যাদা, শান্তি। অতএব নারীবাদ ই নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে।

এছাড়াও নারীবাদ পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম কে দূরে ঠেলে দেয়। কিন্তু তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান।

নারী জুলুমের স্বীকার। আল্লাহ্ প্রদত্ত মর্যাদা থেকে নারী বঞ্চিত। তবে নারীবাদ ই তার সমাধান নয়। নারী চায় তারা পুরুষতন্ত্র সমাজ থেকে বেড়িয়ে আসতে। তারা মনে করে পুরুষেরা শোষণ করে তাদের ঘরে আটকে রাখছে। নারীবাদের উদ্দেশ্য পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকার থাকবে সর্বক্ষেত্রে। কিন্তু ইসলাম নারী ও পুরুষের অধিকার সর্বক্ষেত্রে সমান করেনি। কখনও নারীকে মর্যাদা বেশি দিয়েছে কখনও পুরুষকে দিয়েছে নারীর উপর আধিপত্য। ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যকার অধিকারকে সুষম বন্টন করেছে। তাই নারীবাদ ধর্ম এবং ধর্মীয় নীতিমালার ঘোড় বিরোধী।

দুনিয়াতে আমরা লিঙ্গভেদে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে থাকি। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আল্লাহ্ মর্যাদা ও অধিকার ভিন্ন ভিন্ন দিয়েছেন। সাধারণ ভাবে ভাবতে গেলে, ডাক্তারের কাজ চিকিৎসা করা। পাইলটের কাজ বিমান চালানো। যেকোনো পেশার যে কোনো মানুষের কাজ আলাদা। চিকিৎসা যেমন পাইলট করতে পারবে না তেমনিভাবে ডাক্তার বিমান চালাতে পারবে না। এখানে সমতা রক্ষা করতে চাইলে দুর্ঘটনা হবে।

তেমনিভাবে নারী ও পুরুষ সত্তাগত ভাবে দুইটি আলাদা জাতি। তাদের কাজ ভিন্ন, তাদের মর্যাদা - অধিকার ভিন্ন। নারী পুরুষের সমতা রক্ষা করতে গেলে তখন সমাজের অবক্ষয় হবে। সামাজিক, পারিবারিক কোনো ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা থাকবে না, ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে। নারীবাদের প্রসারে যেটা বর্তমান সমাজের চিত্রে দেখা যায়। যেকোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান অমান্য করলে অসামঞ্জস্যতা ও দুর্ভোগ নেমে আসবে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

فَلَمَّا وَضَعَتۡهَا قَالَتۡ رَبِّ اِنِّیۡ وَضَعۡتُهَاۤ اُنۡثٰی ؕ وَ اللّٰهُ اَعۡلَمُ بِمَا وَضَعَتۡ ؕ وَ لَیۡسَ الذَّکَرُ
کَالۡاُنۡثٰی ۚ وَ اِنِّیۡ سَمَّیۡتُهَا مَرۡیَمَ وَ اِنِّیۡۤ اُعِیۡذُهَا بِکَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ﴿۳۶﴾

অতঃপর সে যখন তা প্রসব করল, বলল, ‘হে আমার রব, নিশ্চয় আমি তা প্রসব করেছি কন্যারূপে’। আর আল্লাহই ভাল জানেন সে যা প্রসব করেছে তা সম্পর্কে। ‘আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মত নয় এবং নিশ্চয় আমি তার নাম রেখেছি মারইয়াম। আর নিশ্চয় আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় দিচ্ছি’। [সূরা আল ইমরান আয়াত:৩৬]

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা উল্লেখ করেন, "আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো নয়" অর্থাৎ নারী পুরুষ আলাদা, তাদের বৈশিষ্ট্য আলাদা।

ইসলামী নারীবাদ

বর্তমানে 'নারীবাদ' থেকে 'ইসলামী নারীবাদ' এর প্রচলন হয়েছে। ইসলামী নারীবাদ মতাদর্শ লালন করেন কিছু আধুনিক মুসলিম একাডেমিক ব্যক্তিত্ব। যারা উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে প্রথম মুসলিম নারীবাদী হিসেবে অভিহিত করেন। আধুনিক মুসলিম নারীবাদীরা উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিভিন্ন ঘটনা মনগড়া ভাবে প্রকাশ করে নারীবাদ কে সহজভাবে উপস্থাপন করতে চায়।

তার কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্থাৎ উম্মুল মুমিনীন এমন কিছু প্রশ্ন করেছেন যা নারীদের অধিকার নিয়ে। উম্মুল মুমিনীন দের মধ্যে একমাত্র তিনিই এ ধরনের প্রশ্ন করেছেন। সেজন্যই ইসলামি নারীবাদী ঘরণার লোকেরা তাকে 'প্রথম মুসলিম নারীবাদি' হিসেবে আখ্যায়িত করে।

একদিন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাঃ কে প্রশ্ন করে বসলেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! মহান আল্লাহ তায়ালা সবসময় পুরুষদের নাম ই উল্লেখ করেন। নারীদের কেন নয়?"

এই প্রশ্নের জবাবে মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে বলেন,

اِنَّ الۡمُسۡلِمِیۡنَ وَ الۡمُسۡلِمٰتِ وَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ وَ الۡقٰنِتِیۡنَ وَ الۡقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِیۡنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِیۡنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الۡخٰشِعِیۡنَ وَ الۡخٰشِعٰتِ وَ الۡمُتَصَدِّقِیۡنَ وَ الۡمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِیۡنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الۡحٰفِظِیۡنَ فُرُوۡجَهُمۡ وَ الۡحٰفِظٰتِ وَ الذّٰکِرِیۡنَ اللّٰهَ کَثِیۡرًا وَّ الذّٰکِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ مَّغۡفِرَۃً وَّ اَجۡرًا عَظِیۡمًا ﴿۳۵﴾

নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। [সূরা আল আহযাব আয়াত:৩৫]

সুতরাং এ আয়াত থেকে এটা খুবই সুস্পষ্ট যে জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ই মহান আল্লাহর চোখে সমান। আর এটাই আসল সমতা। সত্যিকার সমতা এই দুনিয়ার নয়। যেই সমতার জন্য নারীবাদীরা নারীবাদ আন্দোলন করে।

পবিত্র কুরআনুল করীমে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

اِنَّ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ الَّذِيۡنَ هَاجَرُوۡا وَ جٰهَدُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِکَ يَرۡجُوۡنَ رَحۡمَتَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ﴿۲۱۸﴾

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা বাকারাহ্ আয়াত:২১৮]

উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের হিজরত সম্পর্কে কোন কিছু বলেন না কেন? তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩০০]

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

فَاسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ اَنِّىۡ لَاۤ اُضِيۡعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنۡکُمۡ مِّنۡ ذَکَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى ۚ بَعۡضُکُمۡ مِّنۡۢ بَعۡضٍ ۚ فَالَّذِيۡنَ هَاجَرُوۡا وَ اُخۡرِجُوۡا مِنۡ دِيَارِهِمۡ وَ اُوۡذُوۡا فِىۡ سَبِيۡلِىۡ وَ قٰتَلُوۡا وَ قُتِلُوۡا لَاُکَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّاٰتِهِمۡ وَ لَاُدۡخِلَنَّهُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عِنۡدَهٗ حُسۡنُ الثَّوَابِ﴿۱۹۵﴾

অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন পুরুষ অথবা মহিলা আমলকারীর আমল নষ্ট করব না। তোমাদের একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

[সূরা আল ইমরান আয়াত:১৯৫]

এ আয়াতটি আসলে উম্মে সালামা (রা.) এর সংক্ষিপ্ত জিবনী-

এক. "যারা হিজরত করেছে" -উম্মে সালামা (রা.) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন। এরপর হিজরত করেছেন মদিনায়।

দুই. "যাদেরকে নিজেদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে" -তাকেও তো বের করে দেয়া হয়েছিল!

তিন. "যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে" -নিপীড়ন! তাকে তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তার ছোট্ট সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তিনি এতে যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

চার. "যারা যুদ্ধ করেছে" -তার স্বামী জিহাদের মহদানে যুদ্ধ করেছেন।

পাঁচ. "যারা নিহত হয়েছে" -তার স্বামী জিহাদের ময়দানে আহত হয়ে পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে প্রকাশিত এ বিষয়টি উম্মে সালামা (রা.) এর মর্যাদা ও সম্মানের দৃষ্টান্ত। এখানে বোঝা যায় নারী ও পুরুষের সমান কাজের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা সমান মর্যাদা দিবেন না। যার যার জায়গা থেকে তাকে প্রতিদান দিবেন।

আমরা যদি কুরআন পাঠ করি, নারীর মর্যাদা সম্পর্কে জানি তাহলে আমরা কখনই নারীবাদ আন্দোলন/ইসলামী নারীবাদ আর কুরআন কে একসাথে গ্রহণ করতে পারবো না।

যারা উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ইসলামী নারীবাদী মনে করে অনুসরণ করে তারা উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীই ঠিকমতো অধ্যায়ন করেনি। ফেমিনিজম আর কুরআন একসাথে গ্রহণ করা যায়না। তিনি সত্যিকারের অর্থে আল্লাহ্ তায়ালার উপর বিশ্বাসী ছিলেন, আত্মসমর্পণ কারী ছিলেন। তিনি নারীত্বকে বাস্তবায়ন করেছেন নারীবাদ কে নয়।

জাহেলি যুগে নারী:

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে রয়েছে প্রতিটি জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা। ইসলাম ইনসাফ ও মানবতার ধর্ম। যেখানে আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিজীবের অধিকারের কথা বর্ণনা রয়েছে। বর্ণনা রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবজাতির বর্ণনা। নারীর অস্তিত্ব ব্যতীত মানবজাতির কল্পনা করা যায়না। ইসলাম তাদের অধিকার ও নিশ্চিত করেছে অন্যান্য সৃষ্টিজীবের মতই। যেখানে ইসলাম তাদের অধিকার, মর্যাদা দিয়ে করেছে সম্মানিত।

কিন্তু ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর কোনো অধিকার, মর্যাদা ছিলো না। ইসলাম আবির্ভাবের পরেই নারীর অধিকার নিশ্চিত হয়।

জাহেলি যুগে নারীরা ছিলো পুরুষের লালসার উপকরণ ও ভোগ্যপণ্য। শুধু নারীদের ভোগ করার জন্যই রাখা হতো। অন্যান্য পণ্যের মত নারীদের হাট বাজারে কেনা বেচা হতো। এ যুগে নারীরা ছিলো সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত। তাদের সামাজিক কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হতো না। জাহেলি যুগে কন্যা সন্তান কে লজ্জার কারণ মনে করা হতো। তাই পিতা আপন কন্যাকে জীবন্ত কবর দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতো না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ ٥٨ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ٥٩﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩]

“আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হত, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়, আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে সে দুঃখে সে কওম থেকে আত্মগোপন করে। অপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রাখ, তারা যা ফয়সালা করে তা কতই না মন্দ”! [সূরা আন-নাহল, আয়াত: (৫৮-৫৯]

অন্যত্র তিনি বলেন:

﴿وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ٨ بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ ٩﴾ [التوير[৮، ৯ :

"আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে"? [সূরা আত-তাকওয়ীর, আয়াত: ৮-৯]

কোনো নারী যদি জীবন্ত দাফন থেকে নিষ্কৃতি পেতো তবুও লাঞ্ছনার,কষ্টের জীবন থেকে মুক্তি পেত না। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পিতার কিংবা স্বামীর সম্পদের মিরাসের অংশীদার হতো না। মিরাসের অধিকার শুধুমাত্র পুরুষের জন্য ছিলো নারীর জন্য ছিলো না।

এ যুগে উত্তরাধিকার সম্পদের মত পিতার মৃত্যুর পর পিতার স্ত্রীর ভাগ করে নেওয়া হতো। যা ইসলাম এ ঘৃণিত কাজ। নারীদের মনে করা হতো দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসেবে। সে যুগে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো ইচ্ছা হলে স্ত্রীকে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা স্ত্রী দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতো।

তাদের এমন বিবেক বর্জিত কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

،وَإِذَا الْمَوْؤُوْدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَت

'আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল'? [সূরা আত তাকভির আয়াত:৮]

এ যুগে সুন্দরী দাসী দিয়ে দেহ ব্যবসা করানো হতো। তাদের দ্বারা অর্থ উপার্জন করা হতো। এ ধরনের নির্মম, গর্হিত কাজ এ বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

،وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

'আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'তে বাধ্য করবে না। যখন তারা পাপমুক্ত থাকতে চায়' [সুরা নূর আয়াত: ৩৩]।

পুরুষেরা অধিক স্ত্রী গ্রহণ করে তাদের ন্যায্য পাওনা হতে বঞ্চিত করতো। তাদের কে তালাক দিয়ে অন্যত্র সাকি গ্রহণের অবকাশ ও দেওয়া হতো না। তাদের উপর সবসময় এ ধরনের অত্যাচার ও জুলুম করা হতো।

এ বিষয়ে হাদীসে এসেছে,

حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ؛ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ، وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ، قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ؛ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ به قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ [ص: 116] إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ؛ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأَمَّرُهُ، إِذْ قَالَتْ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذا قَالَ فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ وَلِمَا ههُنَا، فِيمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ؛ فَقَالَ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا بُنَيَّةُ لاَ يَغُرَّنَّكَ هذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا (يُرِيدُ عَائِشَةَ(َ

قَالَ، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا؛ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ فَأَخَذَتْنِي، وَاللهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا

وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ، إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ؛ فَقَالَ: افْتَحْ افْتَحْ [ص: 117] فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ؛ فَقُلْتُ: رَغَمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعائِشَةَ فَأَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى

جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ، وَغُلاَمٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ؛ فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ هذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَأَذِنَ لِي قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذَا الْحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ؛ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ، فَبَكَيْتُ؛ فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ كِسْرى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: أَمَا تَرْضى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيا وَلَنَا الآخِرَةُ
غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ؛ وَنَحْنُ

আবদুল্লাহ ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, ‘উমার ইব্‌নু খাত্তাব (রাঃ)-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি এক বছর অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তি প্রভাবের ভয়ে আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে সক্ষম হইনি। অবশেষে তিনি হাজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হলে, আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা যখন কোন একটি রাস্তা অতিক্রম করছিলাম, তখন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি পিলু গাছের আড়ালে গেলেন। ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি প্রয়োজন সেরে না আসা পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। এরপর তাঁর সঙ্গে পথ চলতে চলতে বললাম, হে আমীরুল মু’মিনীন! নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের কোন্ দু’জন তার বিপক্ষে একমত হয়ে পরস্পর একে অন্যকে সহযোগিতা করেছিলেন? তিনি বললেন, তাঁরা দু’জন হল হাফসাহ ও ‘আয়িশাহ (রাঃ)। ইব্‌নু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য এক বছর যাবত ইচ্ছে করেছিলাম। কিন্তু আপনার ভয়ে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তখন ‘উমার (রাঃ) বললেন, অমন করবে না। যে বিষয়ে তুমি মনে করবে যে, আমি তা জানি, তা আমাকে জিজ্ঞেস করবে। এ বিষয়ে আমার জানা থাকলে আমি তোমাকে জানিয়ে দেব। তিনি বলেন, এরপর ‘উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! জাহিলী যুগে মহিলাদের কোন অধিকার আছে বলে আমরা মনে করতাম না। অবশেষে

আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে যে বিধান নাযিল করার ছিল তা নাযিল করলেন এবং তাদের হক হিসাবে যা নির্দিষ্ট করার ছিল তা নির্দিষ্ট করলেন। তিনি বলেন, একদা আমি কোন এক বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলাম, এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী আমাকে বললেন, কাজটি যদি তুমি এভাবে এভাবে কর (তাহলে ভাল হবে)। আমি বললাম, তোমার কী প্রয়োজন? এবং আমার কাজে তোমার এ অনধিকার চর্চা কেন? সে আমাকে বলল, হে খাত্তাবের বেটা! কী আশ্চর্য, তুমি চাও না যে, আমি তোমার কথার উত্তর দান করি অথচ তোমার কন্যা হাফ্সাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথার পিঠে কথা বলে থাকে। এমনকি একদিন তো সে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে রাগান্বিত করে ফেলে। এ কথা শুনে 'উমার (রাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং চাদরখানা নিয়ে তার বাড়িতে চলে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, বেটী! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথার প্রতি-উত্তর করে থাক। ফলে তিনি দিনভর মনঃক্ষুণ্ণ থাকেন। হাফ্সাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা তো অবশ্যই তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকি। 'উমার (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, জেনে রাখ! আমি তোমাকে আল্লাহ্র শাস্তি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সতর্ক করছি। রূপ-সৌন্দর্যের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভালবাসা যাকে গর্বিতা করে রেখেছে, সে যেন তোমাকে প্রতারিত না করতে পারে। এ কথা বলে 'উমার (রাঃ) 'আয়িশাহ (রাঃ)-কে বোঝাচ্ছিলেন। 'উমার (রাঃ) বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম এবং উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম ও এ বিষয়ে তাঁর সাথে কথাবার্তা বললাম। কারণ, তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তখন উম্মু সালামাহ (রাঃ) বললেন, হে খাত্তাবের বেটা! কী আশ্চর্য, তুমি প্রত্যেক ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করছ, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছ। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাকে এমন কঠোরভাবে ধরলেন যে, আমার গোস্বাকে একেবারে শেষ করে দিলেন। এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে চলে আসলাম। আমার একজন আনসার বন্ধু ছিল। যদি আমি কোন মজলিশ থেকে

অনুপস্থিত থাকতাম তাহলে সে এসে মজলিশের খবর আমাকে জানাত। আর সে যদি অনুপস্থিত থাকত তাহলে আমি এসে তাকে মজলিশের খবর জানাতাম। সে সময় আমরা গাস্‌সানী বাদশাহ্‌র আক্রমণের আশংকা করছিলাম। আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে, সে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করেছে। তাই আমাদের হৃদয়-মন এ ভয়ে শংকিত ছিল। এমন সময় আমার আনসার বন্ধু এসে দরজায় করাঘাত করে বললেন, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন। আমি বললাম, গাস্‌সানীরা এসে পড়েছে নাকি? তিনি বললেন, বরং এর চেয়েও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সহধর্মিণীদের থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। তখন আমি বললাম, হাফ্‌সাহ ও 'আয়িশাহর নাক ধূলায় ধুসরিত হোক। এরপর আমি কাপড় নিয়ে বেরিয়ে চলে আসলাম। গিয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি উঁচু টঙে অবস্থান করছেন। সিঁড়ি বেয়ে সেখানে পৌঁছতে হয়। সিঁড়ির মুখে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একজন কালো গোলাম বসা ছিল। আমি বললাম, বলুন, 'উমার ইব্‌নু খাত্তাব এসেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে অনুমতি দিলেন, আমি তাঁকে এসব ঘটনা বললাম, এক পর্যায়ে আমি যখন উম্মু সালামাহর কপোপকথন পর্যন্ত পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুচকি হাসলেন। এ সময় তিনি একটা চাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন। চাটাই এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাঝে আর কিছুই ছিল না। তাঁর মাথার নিচে ছিল খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার একটি বালিশ এবং পায়ের কাছে ছিল সল্‌ম বৃক্ষের পাতার একটি স্তূপ ও মাথার উপর লটকানো ছিল চামড়ার একটি মশক। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একপার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললে তিনি বললেন, তুমি কেন কাঁদছ? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিসরা ও কায়সার পার্থিব ভোগ-বিলাসের মধ্যে ডুবে আছে, অথচ আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি পছন্দ করো না যে, তারা দুনিয়া লাভ করুক, আর আমরা আখিরাত লাভ করি। [বুখারী পর্ব ৬৫ : /৬৬, হাঃ ৪৯১৩; মুসলিম ১৮/৫, হাঃ ১৪৭৯]

নারীরা পশুর দুধ খেতে পারতো না। পশু যেই বাচ্চা জন্ম দিতো সেটা জবাই করলেও খেতে পারতো না, শুধু পুরুষরা খেতো।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন,

وَ قَالُوۡا مَا فِیۡ بُطُوۡنِ هٰذِهِ الۡاَنۡعَامِ خَالِصَۃٌ لِّذُكُوۡرِنَا وَ مُحَرَّمٌ عَلٰۤی اَزۡوَاجِنَا ۚ وَ اِنۡ یَّكُنۡ مَّیۡتَۃً
فَهُمۡ فِیۡهِ شُرَكَآءُ ؕ سَیَجۡزِیۡهِمۡ وَصۡفَهُمۡ ؕ اِنَّهٗ حَكِیۡمٌ عَلِیۡمٌ ﴿۱۳۹﴾

আর তারা বলে, ‘এই চতুষ্পদ জন্তুগুলোর পেটে যা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারাম। আর যদি তা মৃত হয়, তবে তারা সবাই তাতে শরীক’। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের কথার প্রতিদান দেবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী।[সুরা আল আনআম আয়াত:১৩৯]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, জাহেলী যুগে চার পদ্ধতির বিয়ে-শাদীর প্রচলন ছিল। ১. একটি পদ্ধতি তো তাই যা বর্তমান যুগে প্রচলিত রয়েছে। ২. স্বামী নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে থাকে, তোমার ঋতুস্রাবের রক্ত আসা বন্ধ হয়ে গেলে পবিত্রতা অর্জনের পর অমুক ব্যক্তির কাছে চলে যাও। তার থেকে স্বার্থোদ্ধার কর। অর্থাৎ ওই পরপুরুষের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হত। আর স্ত্রী ওই পরপুরুষের সঙ্গে ততদিন পর্যন্ত ওই নারী থাকতে থাকে যতদিন পর্যন্ত পরপুরুষ দ্বারা তার গর্ভ প্রকাশ না পায়। এই সময়টায় স্বামী-স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। পরপুরুষের দ্বারা যখন গর্ভ ধারণ কাজ শেষ হয়ে যায় তখন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনোবাসনা জাগলে সে স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী হয়। তারা এমনটি করে থাকত একটি মহান সন্তানের প্রত্যাশায়। এটিকে ‘লজ্জাস্থানের বিয়ে’ বলা হত। এটি মূলত সন্তান প্রজননের একটি পদ্ধতি ছিল।

৩. তৃতীয় পদ্ধতিটি ছিল, একজন নারীর কাছে বিভিন্ন পুরুষ আসত এবং তার সঙ্গে কাম চরিতার্থে নিজের মনোবাসনা পূরণ করত। তবে এর সংখ্যা থাকত ১০ এর নিচে। এরপর ওই নারীর গর্ভ প্রকাশ পেয়ে সন্তান প্রসব হত। সন্তান প্রসবের কিছুদিন পর একজন দূত পাঠিয়ে ওই নারী সবাইকে জানিয়ে একত্রিত করত। কেউ একে অস্বীকার

করত না। সবাই একত্রিত হওয়ার পর ওই নারী তাদের সবার উদ্দেশ্যে বলত, তোমরা সবাই তোমাদের কর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তোমরা আমার সঙ্গে সহবাস করতে আসতে। এখন আমার একজন সন্তানও হয়েছে। হে অমুক ব্যক্তি! এটি তোমার সন্তান। তুমি তোমার ইচ্ছে মত এর একটি নাম রেখে নাও। এর মাধ্যমে সন্তানটি ওই ব্যক্তির হয়ে যেত, যার নাম নারী উচ্চারণ করেছে। পুরুষের অস্বীকার করার কোন জো থাকত না। ৪. কিছু নারী এমন ছিল যাদের গেইটে পতাকা টানানো থাকত। এরা পেশাধারী বাজারী মহিলা (পতিতা) হিসেবে গণ্য ছিল। যার ইচ্ছে হত তাদের কাছে যেত। তাদের কোন সন্তান জন্ম হলে যিনাকারী সব পুরুষ একত্রিত হত। একজন গণক ডাকানো হত। গণক নিজ বিদ্যা দ্বারা যাচাই-বাছাই করে যার সন্তান হিসেবে ঘোষণা করত, সন্তানটি ওই ব্যক্তিরই হয়ে যেত। ওই ব্যক্তির অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) এই পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করে বলেন, সব অবৈধ পদ্ধতিগুলো হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতিল ঘোষণা দিয়ে বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন: ‘সত্য নিয়ে যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন, তখন তিনি জাহেলী যুগের প্রচলিত বিয়েগুলো বন্ধ করে দেন। একমাত্র ওই বিয়ে পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখেন, যা বর্তমান সময়ে প্রচলিত আছে।’ (সহীহ বুখারী : মিসরী ছাপা, বিয়ে অধ্যায়, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৬৫)

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর মর্যাদা:

নারীর মর্যাদা নিয়ে আলোকপাত করতে গেলে ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মে ও সভ্যতায় নারীকে কিরূপ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হতো তা উঠে আসে। নিঃসন্দেহে একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারীকে দিয়েছে যথাযথ অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

- **হিন্দু ধর্মে:** প্রাচীন কালে হিন্দু ধর্মে এক প্রথা বিদ্যমান ছিল, যার নাম সীতদাহ প্রথা। অর্থাৎ স্বামী মারা যাওয়ার পর স্বামীকে পুড়িয়ে ফেলার সাথে সাথেই স্ত্রীকেও পুড়িয়ে ফেলত। জীবন্ত একজন মানুষ কে পুড়িয়ে ফেলার নির্মম প্রথা ছিলো হিন্দুধর্মে। নারীর জীবনের কোনো মূল্য ছিলনা, ছিলো স্বামীর সাথে সাথে স্ত্রীর আত্মহুতির এক অমানবিক প্রথা। এছাড়া তাদের বলি দেওয়া হতো। অতীতে হিন্দুধর্মে নারী কে তুচ্ছ ও সবচেয়ে নিচু স্তরের প্রাণী মনে করা হতো।

- **বৌদ্ধ ধর্মে:** বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world. অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়'।

- **খ্রিষ্টধর্মে:** খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ'-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' 'নারীর কোন আত্মা নেই'।

- **ইহুদী ধর্মে:** এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ট পুরুষও শতগুণে ভাল'।[4] তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।

- **চীন সভ্যতায়:** চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, 'মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই'।

- **রোম সভ্যতায়:** রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে নারীর মর্যাদা:

ইসলাম যে সম্মান নারীকে দিয়েছে সে সম্মান ভুলে গিয়ে বর্তমানে নারীরা সম্মান খুঁজে ফিরে নিজেদের কে প্রদর্শন করে। বর্তমান বিশ্বের নারীরা ইউরোপ আমেরিকার আদলে নিজেকে তুলে ধরতে চায়। সকল বাধা ভেঙে নিজেকে স্বাধীন করতে চায়। পুরুষের মতো সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। কিন্তু পশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নাম করে নারীদের ঘর ছাড়া, সংসার ছাড়া করছে। ইসলাম নারীকে যে সম্মানে অধিষ্ঠিত করেছিল সে সম্মান ভুলে গিয়ে নারীরা নিজেদের পণ্য বানিয়ে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

বর্তমানে নারীদের অনাচার, অবিচার ও দুঃস্কর্মের শৃঙ্খলে বন্দী করে ফেলেছে। বন্দী করে ফেলেছে এমন এক মায়াজালে যেখানে নারীরা নিজেদের প্রাপ্য সম্মানের কোনো পরোয়া না করে পুরুষের ভোগ্যপণ্য হওয়ার মাঝেই আনন্দ ও মর্যাদা খুঁজে বেড়ায়।

পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক

হিসাবে ব্যবহার করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন- নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানসিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর মর্যাদা:

মানব সমাজ যদি হয়ে থাকে নারী পুরুষের একটি সংমিশ্রিত রূপ, তবে সন্দেহ নেই নারী সে সমাজের ভারসমনের প্রতীক ও নিয়ন্ত্রণকারী সত্তা। নারী শ্রদ্ধেয় মা, আদরের বোন, প্রেমময় স্ত্রী কিংবা স্নেহভাজন কন্যা হিসেবে পুরুষের অন্তর্জগত কে নিয়ন্ত্রন করে অঘোষিতভাবে। মহান আল্লাহর সৃষ্টির সহজাত প্রক্রিয়ায় নারী ব্যতিত একটি সুন্দর, ভারসাম্যপূর্ণ ও সৃজনশীল সমাজ আশা করা যায়না। এজন্যই মানব জীবনে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলাম নারীকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে। তাকে বসিয়েছে মর্যাদার সুমহান আসনে এবং নিশ্চিত করেছে তার সামগ্রিক অধিকার।

ইসলাম সুষম বণ্টনে বিশ্বাসী, সমবন্টনে নয়। অবস্থা ও অবস্থান ভেদে মানুষের প্রকৃতিগত প্রয়োজন ও চাহিদা ভিন্ন হয়ে থাকে। ইসলাম সমবন্টনকে ইনসাফের মূল ভিত্তি মনে করে না, বরং সুষম বন্টনই ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের মূল ভিত্তি। এর আলোকে বন্টনের ক্ষেত্রে কখনও সমান হবে আবার কখনও অবস্থা ভেদে বিশাল পার্থক্য হতে পারে। উত্তরাধিকার বিধানেও ইসলাম এ নীতিকেই অবলম্বন করেছে।

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন পুরুষ বা নারীকেন্দ্রিক নয়, তেমনিভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ব্যবধান ও মুক্ষ বিষয় নয়।

সুতরাং, এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, ইসলামী উত্তরাধিকার আইন পুরুষকেন্দ্রিক বা নারীকেন্দ্রিক।

নারীর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে কুরআনুল কারিমে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا يَحِلُّ لَكُمۡ اَنۡ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرۡهًا ؕ وَ لَا تَعۡضُلُوۡهُنَّ لِتَذۡهَبُوۡا بِبَعۡضِ مَاۤ اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ اِلَّاۤ اَنۡ يَّاۡتِيۡنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَ عَاشِرُوۡهُنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۚ فَاِنۡ كَرِهۡتُمُوۡهُنَّ فَعَسٰۤى اَنۡ تَكۡرَهُوۡا شَيۡـًٔا وَّ يَجۡعَلَ اللّٰهُ فِيۡهِ خَيۡرًا كَثِيۡرًا﴿۱۹﴾

হে ঈমানদারগণ! যবরদস্তি করে নারীদের উত্তরাধিকার হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা স্পষ্ট খারাপ আচরণ করে। আর তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে; তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ। [সূরা নিসা আয়াত:১৯]

আল্লাহ্ তায়ালা নারীর উত্তরাধিকার সম্পদের পরিমাণ কতটুকু হবে সেটাও পবিত্র কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يُوۡصِيۡكُمُ اللّٰهُ فِىۡۤ اَوۡلَادِكُمۡ * لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ الۡاُنۡثَيَيۡنِ ۚ فَاِنۡ كُنَّ نِسَآءً فَوۡقَ اثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَ اِنۡ كَانَتۡ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصۡفُ ؕ وَ لِاَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنۡهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنۡ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنۡ لَّمۡ يَكُنۡ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنۡ كَانَ لَهٗۤ اِخۡوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنۡۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُّوۡصِىۡ بِهَاۤ اَوۡ دَيۡنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمۡ وَ اَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُوۡنَ اَيُّهُمۡ اَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعًا ؕ فَرِيۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا﴿۱۱﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার

সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [সূরা নিসা আয়াত:১১]

ইসলাম-পূর্বকালে আরব ও অনারব জাতিসমূহের মধ্যে দুর্বল শ্রেণী, ইয়াতীম বালক-বালিকা ও অবলা নারী চিরকালই যুলুম-নির্যাতনের স্বীকার ছিল। প্রথমতঃ তাদের কোন অধিকারই স্বীকার করা হত না। কোন অধিকার স্বীকার করা হলেও পুরুষের কাছ থেকে তা আদায় করে নেয়ার সাধ্য কারো ছিল না। ইসলামই সর্বপ্রথম তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে। এরপর সব অধিকার সংরক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। উত্তরাধিকার আইনেও জগতের সাধারণ জাতিসমূহ সমাজের উভয় প্রকার অঙ্গকে তাদের স্বাভাবিক ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। আরবদের নিয়মই ছিল এই যে, যারা অশ্বারোহন করে এবং শত্রুদের মোকাবিলা করে তাদের অর্থ-সম্পদ লুট করার যোগ্যতা রাখে, তারাই শুধু মাত্র উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে পারে। [রুহুল মা'আনী] বলাবাহুল্য, বালক-বালিকা ও নারী উভয় প্রকার দুর্বল শ্রেণী এ নিয়মের আওতায় পড়ে না। তাই তাদের নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র যুবক ও বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রই ওয়ারিশ হতে পারত। কন্যা কোন অবস্থাতেই ওয়ারিশ বলে গণ্য হত না, প্রাপ্ত বয়স্কা হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা।

নারীদেরকে যখন অবরুদ্ধ করে রাখা হতো এবং তাদের পাওনা মোহরানা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হতো, তখন কোরআন ঘোষণা করলো, ‘তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছো তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখবে না।’ ইসলামের সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার পূর্বে পৃথিবীর কোন জাতিই নারীর কোন কিছুর

উপর নিজস্ব অধিকারকে স্বীকার করতো না। ইসলাম এসে নারীজাতির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করেছে। যেমন কোরআনে বলা আছে, ‘পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য।’ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী পুরুষ উভয়েই তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে, ‘নারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন রয়েছে পুরুষদের।’ নারীর সম্পত্তিতে অধিকার নিশ্চিত করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন বলেন,

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ
الْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا﴿۷﴾

পুরুষদের জন্য মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ- তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক- নির্ধারিত হারে। [সূরা নিসা: আয়াত-৭]।

ছলেবেল, কলে-কৌশলে ও বোনদরে প্রাপ্য সম্পদ থেকে তাদের বঞ্চিতকারী এসব ভাইদের ব্যাপারে রাসুল (সা.) বলছেনে, ‘যে ব্যক্তি কারো উত্তরাধকিার সম্পত্তি গ্রাস করবে, অন্য র্বণনা মতে যে ব্যক্তি কারো উত্তরাধকিারী সম্পত্তি নিয়ে পলায়ন করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতরে অংশ থেকে বঞ্চিত করবনে।’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস :)

বোনের সম্পত্তিকে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমা আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দেওয়া জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
ؕ وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۳﴾تلک حدود الله و من يطع الله و رسولهٗ يدخله جنت تجری
۱۳

এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা । [সূরা নিসা আয়াত:১৩]

আর যারা বোনের সম্পত্তি বুঝিয়ে দেয় না, তাদের জাহান্নামের অপমানজনক শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ مَنۡ یَّعۡصِ اللّٰہَ وَ رَسُوۡلَہٗ وَ یَتَعَدَّ حُدُوۡدَہٗ یُدۡخِلۡہُ نَارًا خَالِدًا فِیۡہَا ۪ وَ لَہٗ عَذَابٌ مُّہِیۡنٌ ﴿۱۴﴾

আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব। [সূরা নিসা আয়াত:১৪]

বর্তমান প্রেক্ষাপটে পিতা তার কন্যা সন্তানকে তার উত্তরাধিকার সম্পদ হতে বঞ্চিত করে। বিশেষত ভাই বোনের সম্পদ গ্রাস করে। বোন দের হক্ব সম্পদ থেকে তাদের বঞ্চিত করে। যারা পার্থিব জগতের এই সামান্য সম্পদ থেকে নারীদের বঞ্চিত করে জাহান্নামে যেতে চায়। অথচ তারা জানেন না, জাহান্নাম কতো ভয়ঙ্কর। কতো কঠিন ও ভয়াবহ আগুনের নির্মম এক শাস্তির জায়গা। হাশরের মাঠে মহান আল্লাহর আদালতে তাদের দাঁড়াতে হবে। সেদিন নারীদের প্রতি তাদের প্রতিটি যুলুমের হিসেব দিতে হবে। সেদিন আল্লাহ্ কোনো যালেম পিতা-মাতাকে ছাড় দিবেন না। সন্তানের প্রতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জুলুমের বিচার করবেন। তিনি সকল বিচারকের বিচারক। সেদিন তার বিচার থেকে জালেমরা রক্ষা পাবে না।

এসব জালেমদের সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে,

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ، فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الأَرْضَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ".

আবূ সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর এবং কয়েকজন লোকের মধ্যে বিবাদ ছিল। 'আয়িশা (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, হে আবূ সালামা! জমি র ব্যাপারে সতর্ক থাক। কেননা, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে লোক এক

বিঘত জমি অন্যায় ভাবে নিয়ে নেয়, (কিয়ামতের দিন) এর সাত তবক জমি তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে।
[সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৪৫৩]

পর্দায় নারীর মর্যাদা:

'পর্দা' শব্দটি মূলত ফার্সী। যার আরবী প্রতিশব্দ 'হিজাব'। পর্দা বা হিজাবের বাংলা অর্থ- আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আবরণ, আড়াল, অন্তরায়, আচ্ছাদান, বস্ত্রাদি দ্বারা সৌন্দর্য ঢেকে নেয়া, আবৃত করা বা গোপন করা ইত্যাদি। পর্দা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফরজ বিধান; এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

হিজাব মুসলিম নারীর মর্যাদা ও গর্বের প্রতীক। ইসলাম শান্তির ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে রয়েছে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও সকল অধিকারের স্বীকৃতি, রয়েছে তাদের সতীত্ব সুরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী। তাদের সম্মান, মর্যাদা ও সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখতেই ইসলাম তাদের উপর আরোপ করেছে হিজাব বা পর্দা পালনের বিধান।

ইসলামী শরীয়তে নারীর প্রতি ও নারীর মর্যাদার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নারীর পর্দা নারীর স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করা নয় বরং তাকে লোলুপ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করা।নারীকে হাদীস শরীফে 'আওরত' বলা হয়েছে। আওরত শব্দের অর্থ গুপ্ত, আবরণ, আচ্ছাদন বা আবৃত। সুতরাং নারীর নামেই বুঝা যায় নারীর জন্য পর্দা কতটা আবশ্যকীয়। এ কারণে নারীর উপর পর্দা কে ফরজ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'হিজাব বা পর্দা' নারীর সৌন্দর্য ও মর্যাদার প্রতীক। নারীর সতীত্ব ও ইজ্জত-আবরুর রক্ষাকবচ। এ বিধান অনুসরণের মাধ্যমে হৃদয়-মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَ لَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫ وَ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ؕ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ ؕ وَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا﴿۵۳﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর ঘরসমূহে প্রবেশ করো না; অবশ্য যদি তোমাদেরকে খাবারের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে (প্রবেশ কর) খাবারের প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে। আর যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে তখন তোমরা প্রবেশ কর এবং খাবার শেষ হলে চলে যাও আর কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ো না; কারণ তা নবীকে কষ্ট দেয়, সে তোমাদের বিষয়ে সঙ্কোচ বোধ করে; কিন্তু আল্লাহ সত্য প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করেন না। আর যখন নবীপত্নীদের কাছে তোমরা কোন সামগ্রী চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে; এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র। আর আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার (মৃত্যুর) পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা কখনো তোমাদের জন্য সঙ্গত নয়। নিশ্চয় এটি আল্লাহর কাছে গুরুতর পাপ। [সূরা আহযাব আয়াত:৫৩]

আল্লাহ্ তায়ালা নারীদের আব্রু রক্ষা করার জন্য পর্দার বিধান নাযিল করেন। আল্লাহ্ তায়ালা পর্দার নির্দেশ দিয়ে কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেন,

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴿۳۱﴾

আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে,

অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [সূরা আন নূর আয়াত:৩১]

তিনি আরো বলেন,

وَ قَرۡنَ فِیۡ بُیُوۡتِکُنَّ وَ لَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ الۡجَاهِلِیَّۃِ الۡاُوۡلٰی وَ اَقِمۡنَ الصَّلٰوۃَ وَ اٰتِیۡنَ الزَّکٰوۃَ وَ اَطِعۡنَ اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ ؕ اِنَّمَا یُرِیۡدُ اللّٰهُ لِیُذۡهِبَ عَنۡکُمُ الرِّجۡسَ اَهۡلَ الۡبَیۡتِ وَ یُطَهِّرَکُمۡ تَطۡهِیۡرًا ﴿۳۳﴾

আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।[সূরা আহযাব আয়াত:৩৩]

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনুল কারীমে আরো বলেন,

یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ قُلۡ لِّاَزۡوَاجِکَ وَ بَنٰتِکَ وَ نِسَآءِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ یُدۡنِیۡنَ عَلَیۡهِنَّ مِنۡ جَلَابِیۡبِهِنَّ ؕ ذٰلِکَ اَدۡنٰۤی اَنۡ یُّعۡرَفۡنَ فَلَا یُؤۡذَیۡنَ ؕ وَ کَانَ اللّٰهُ غَفُوۡرًا رَّحِیۡمًا ﴿۵۹﴾

হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, 'তারা যেন তাদের জিলবাবে*র কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আহযাব আয়াত:৫৯]

নারী নিজেকে ঢেকে রাখবে। এতে সে পূত-পবিত্রা সংরক্ষিতা থাকবে, আর তবেই তাকে কষ্ট দেয়া হবে না, ফাসেক বা খারাপ লোকেরা তাকে উত্যক্ত করতে সুযোগ পাবে না। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নারীর সৌন্দর্য অপরের কাছে প্রকাশ হলেই তাকে কষ্ট, ফিৎনা ও অকল্যাণের সম্মুখিন হতে হয়।এ আয়াতে পর্দাকে মুমিন নারী-পুরুষের হৃদয়ের পবিত্রতার কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা চক্ষু যখন

অবলকণ করে; হৃদয় তখন কামনা করে। আর এজন্যই দৃষ্টিপাত না করাটা হৃদয়ের পরিশুদ্ধতার কারণ এবং ফিৎনা থেকে বেঁচে থাকার সুস্পষ্ট মাধ্যম। কেননা পর্দার মাধ্যমে দুর্বল অন্তরের মানুষদের কুপ্রবৃত্তিকে বিনষ্ট করে দেয়া হয়। আর নারী যেন পরপুরুষের সাথে নম্র ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে কথা না বলে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِالۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ الَّذِيۡ فِيۡ قَلۡبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلۡنَ قَوۡلًا مَّعۡرُوۡفًا﴿۳۲﴾

হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে পর পুরুষের সঙ্গে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা সঙ্গত কথা বলবে। [সূরা আহযাব আয়াত:৩২]

পর্দা নারীর অবরণ, ঈমান, আত্মসম্ভ্রম। আল্লাহ্ তায়ালা ঈমানদার নারীদেরকে জন্য পর্দার আদেশ দিয়েছেন। এজন্য আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন, "মুমিন নারীদের কে বলুন"। পর্দাহীনতা আল্লাহ্-রাসূলের নাফারমানী; যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করবে সে তো নিজেরই ক্ষতি করবে। আল্লাহর কোনই ক্ষতি হবে না।

হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " احْتَجِبَا مِنْهُ " . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً أَلاَ تَرَى إِلَى اعْتِدَادِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ " اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَه" . ُ

উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, একদা আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ছিলাম এবং তাঁর নিকট মাইমূনাহ (রাঃ)-ও ছিলেন। এ সময় ইবনু উম্মু মাক্তূম (রাঃ) (অন্ধ সাহাবী) এলেন। ঘটনাটি আমাদের উপর পর্দার হুকুম নাযিলের পরের। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা তার থেকে আড়ালে চলে যাও। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসুল! সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদের দেখতে ও চিনতে পারছে না। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যদিও সে অন্ধ কিন্তু তোমরা উভয়ে কি তাকে দেখছো না?

ইমাম আবু দাঊদ (রহঃ) বলেন, এ বিধান নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট। তুমি কি ইবনু উম্মু মাক্তূমের (রাঃ) বাড়িতে ফাত্বিমাহ বিনতু কায়িসের (রাঃ) ইদ্দাত পালনের বিষয়টি লক্ষ্য করো না? নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাত্বিমাহ বিনতু কায়িস (রাঃ) কে বলেছেনঃ “তুমি ইবনু উম্মু মাক্তূমের বাড়িতে ইদ্দাত পালন করো। কারণ সে অন্ধ লোক। তুমি সেখানে খোলামেলা পোশাকে থাকতে পারবে।” [সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪১১২]

হাদীসে আরো এসেছে,

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا جَاوَزُوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلٰى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلِابْنِ مَاجَهْ مَعْنَاهُ

‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম, তখন আরোহী দল আমাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতো। তারা আমাদের কাছাকাছি আসলে আমাদের সকলেই নিজ নিজ মাথার চাদর চেহারার উপর ঢেকে দিতাম। আর তারা চলে যেত আমরা তখন তা খুলতাম। [আবূ দাউদ ১৮৩৩,মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ২৬৯০]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, পরপুরুষের সামনে চেহারা ঢেকে রাখা আবশ্যক। সাহাবা-যুগের সাধারণ মহিলারাও গায়রে মাহরাম পুরুষ থেকে নিজেদের চেহারা আবৃত করতেন। কারণ আসমা বিনতে আবি বকর রা. এখানে বহুবচন ব্যবহার করেছেন। যা প্রমাণ করে উম্মুল মুমিনগণ ছাড়া অন্য নারীরাও তাদের মুখমন্ডল আবৃত রাখতেন।
মূলত পর্দাহীনতার কারণে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, অপকর্ম ও ব্যভিচারের মতো নিকৃষ্ট পাপের সূচনা হয়। যার কারণে ইভটিজিং, ধর্ষণ ও যৌনসন্ত্রাস প্রকট আকার ধারণ করে। ফলে নানা অঘটনসহ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। যার বাস্তব চিত্র নিত্যদিনের সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ে। এ ছাড়া পর্দাহীনতার কারণে পরকীয়া ও চরিত্রহীনতার মতো ঘৃণিত কর্মের সূত্রপাত হয়। যার ফলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস উঠে যায়। এতে পরিবারে অশান্তি ও বিপর্যয় নেমে আসে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুসভ্য ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী নারী কিছুতেই পর্দাহীন হতে পারে না। এ ছাড়া পর্দাহীনতার কারণে আল্লাহর বিধানকে অমান্য করা হয়। আর এ অবাধ্যতার কারণে আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তাই মুমিন নারীদের উচিত গৃহাভ্যন্তরে এমনভাবে অবস্থান করা; যাতে আত্মীয় বা অনাত্মীয় কোনো গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষের দৃষ্টিতে সে না পড়ে। আর এভাবে গৃহে অবস্থান করার মাধ্যমেই পর্দার যথার্থতা অর্জিত হয় এবং নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা করতে বলুন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এরপর আল্লাহ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এ বর্ণনাও রয়েছে যে, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, যদি আপনি মুমিনদের জননীদেরকে পর্দার আদেশ দিতেন; এরপর আল্লাহ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, "নারীরা হলো গোপনীয় বস্তু।"

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ স্বীয় কাপড় টাখনুর নিচে রাখলো কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। অতঃপর উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তবে মহিলারা তাদের নিম্নাংশের ঝালরের ব্যাপারে কী করবে? তিনি বলেন, এক বিঘত (গোছার নিচে) ঝুলিয়ে দিবে, উম্মে সালামা বলেন, তবে এতে তাদের পা বেরিয়ে থাকবে, তিনি বলেন, তবে তা (গোছার নিচে) এক হাত ঝুলিয়ে দিবে এর বেশি করবে না।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী]

প্রকৃতপক্ষে যারা পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করে অধিকাংশ সময় তারাই ইভটিজিং ও ধর্ষণসহ নানা রকমের নির্যাতনের সম্মুখীন হয় এবং রাস্তাঘাটে তারাই বেশি ঝামেলার শিকার হয়। তাই নারীর সতীত্ব ও ইজ্জত-আবরু রক্ষার্থে পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম।

হাদীস শরীফেও পর্দার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, নারী পর্দাবৃত থাকার বস্তু। যখন সে পর্দাহীন হয়ে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়। (তিরমিযী: ১১৭৩)

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, একদা তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাহাবীদের উদ্দেশ্যে) বললেন, মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি? তারা চুপ হয়ে গেলেন। (কেউ বলতে পারলেন না)

অতপর আমি ফিরে এসে ফাতেমা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম বিষয় কোনটি ? তিনি বললেন, কোনো পরপুরুষ তাকে দেখবে না (অর্থাৎ নারী পর্দাবৃত থাকবে)। তারপর আমি ঐ বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, নিশ্চয় ফাতেমা আমার অংশ, সে সত্য বলেছে)। (মুসনাদুল বাযযার: ৫২৬)

এতে পর্দার গুরুত্ব পরিস্ফূটিত হয়। আর পারিপার্শ্বিকতার বিবেচনায় বিবেকের দাবীও তাই। এছাড়াও পর্দা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ও সম্মানিত হতে পারে।

কেননা হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা পর্দানশীনদের ভালোবাসেন। আর কোরআনে বলা হয়েছে,

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ ذَكَرٍ وَّ اُنۡثٰى وَ جَعَلۡنٰكُمۡ شُعُوۡبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۡا ؕ اِنَّ اَكۡرَمَكُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ اَتۡقٰكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ ﴿۱۳﴾

হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।
[সূরা হুজুরাত: ১৩]

প্রকৃত অর্থে তাকওয়া সম্পন্ন বা মুত্তাকী হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নির্দেশসমূহ মেনে চলে। আর সর্বসম্মতিক্রমে পর্দা আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ। যেহেতু পর্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশ সেহেতু পর্দা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারে।

এছাড়াও পর্দা-বিধান সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, এ বিধানের পূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্রের হিফাযত হয়। পারিবারিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় হয়।

কারণ, পর্দা পালনের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পরকিয়াবিহীন পবিত্র জীবন গঠিত হয় এবং চরিত্রহীনতা ও অবিশ্বাস তাদের থেকে বিদায় নেয়। তাই মুসলিম উম্মাহ অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য যে, দুনিয়া ও আখিরাতে পর্দার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনে নারীর মর্যাদা:

পৃথিবীতে নারী পুরুষকে আলাদা আলাদা দায়িত্ব কর্তব্য দিয়ে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। প্রত্যেকের দায়িত্ব নিজ নিজ জায়গা থেকে কঠিন। তাদের এই দায়িত্বের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রয়েছে পুরষ্কার। পুরুষ যেমন অবদান রাখেন জীবিকা নির্বাহে। পরিবারের, স্ত্রী সন্তানের ভরন পোষণ এর কঠিন দায়িত্ব। হালাল উপার্জন এর যুদ্ধ। তেমনি নারীর অবদান সন্তান গড়ভধারণ, জন্মদান, শিক্ষাদান ও প্রতিপালনে। মাসের পর মাস সন্তান বহন, ধৈর্য, সন্তান প্রসব, স্তন্যদানসহ অসহনীয় কিছু কষ্ট বহন করতে হয় নারীদের। পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে যুগে যুগে নারীরা মধুর এ কষ্ট স্বীকার করে দায়িত্ব পালন করে আসছে। ভবিষ্যতেও তাদের এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এটি আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবন বিধান। সন্তান গর্ভধারণ আর জন্মদানের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তায়ালা শুধু নারী জাতিকেই দিয়েছেন। তার জন্য রয়েছে মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশাল পুরষ্কার। এছাড়া মায়ের বিশাল এই অবদানের জন্যই ইসলামে সন্তানের কাছে মায়ের মর্যাদা পিতার থেকে তিন গুণ বেশি বলা হয়েছে।

হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি (সা.)-এর পুত্র ইবরাহিমের দুধমাতা সালামা (রা.)-কে নবীজি (সা.) বলেছিলেন, ‘তোমরা নারীরা কি এতে খুশি নও যে, যখন কোনো নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে গর্ভধারিণী হয় আর স্বামী তার প্রতি

সন্তুষ্ট থাকেন, তখন সে আল্লাহর জন্য সর্বদা রোজা পালনকারী ও সারা রাত নফল ইবাদতকারীর মতো সওয়াব পেতে থাকবে? যখন প্রসব ব্যথা শুরু হয় তখন তার জন্য নয়ন জুড়ানো কী কী নেয়ামত লুকিয়ে রাখা হয়, তা আসমান-জমিনের কোনো অধিবাসীই জানে না। সে যখন সন্তান প্রসব করে তখন তার দুধের প্রতিটি ফোঁটার বিনিময়ে একটি করে নেকি দেওয়া হয়। এ সন্তান যদি কোনো রাতে তাকে জাগিয়ে রাখে (কান্নাকাটি করে মাকে বিরক্ত করে ঘুমাতে না দেয়) তা হলে সে আল্লাহর জন্য নিখুঁত ৭০টি গোলাম আজাদ করার সওয়াব পাবে’ (মুজামু তাবরানি : ৬৯০৮; মাজমাউজ জাওয়ায়েদ : ৪/৩০৫)।

একজন মা সন্তান গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তান জন্মদান এবং সন্তানকে লালন পালন করতে অনেক কষ্ট যাতনা সহ্য করেন।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَ وَصَّیۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَیۡہِ ۚ حَمَلَتۡہُ اُمُّہٗ وَہۡنًا عَلٰی وَہۡنٍ وَّ فِصٰلُہٗ فِیۡ عَامَیۡنِ اَنِ اشۡکُرۡ لِیۡ وَ لِوَالِدَیۡکَ ؕ اِلَیَّ الۡمَصِیۡرُ ﴿۱۴﴾

আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। [সূরা লুকমান আয়াত:১৪]

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

وَ وَصَّیۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَیۡہِ اِحۡسٰنًا ؕ حَمَلَتۡہُ اُمُّہٗ کُرۡہًا وَّ وَضَعَتۡہُ کُرۡہًا ؕ وَ حَمۡلُہٗ وَ فِصٰلُہٗ ثَلٰثُوۡنَ شَہۡرًا ؕ حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ اَشُدَّہٗ وَ بَلَغَ اَرۡبَعِیۡنَ سَنَۃً ۙ قَالَ رَبِّ اَوۡزِعۡنِیۡۤ اَنۡ اَشۡکُرَ نِعۡمَتَکَ الَّتِیۡۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَیَّ وَ عَلٰی وَالِدَیَّ وَ اَنۡ اَعۡمَلَ صَالِحًا تَرۡضٰہُ وَ اَصۡلِحۡ لِیۡ فِیۡ ذُرِّیَّتِیۡ ۚؕ اِنِّیۡ تُبۡتُ اِلَیۡکَ وَ اِنِّیۡ مِنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ ﴿۱۵﴾

আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার

গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নিআমত দান করেছ, তোমার সে নিআমতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'। [সূরা আহকাফ আয়াত:১৫]

গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব নিশ্চিতভাবেই একটি কঠিন কাজ। এর মাধ্যমে আল্লাহ নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। মায়ের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে রাসুল (স.) বলেছেন,

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ، أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا»

মুআবিয়া ইব্‌ন জাহিমা সালামী (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ
আমার পিতা জাহিমা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। এখন আপনার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। তিনি বললেনঃ তোমার মা আছেন কি? সে বললোঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তাঁর খিদমতে লেগে থাক। কেননা, জান্নাত তাঁর দু'পায়ের নিচে।
[সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১০৪]

সন্তান সঠিক ভাবে প্রতিপালন করা পিতা মাতা উভয়ের ই দায়িত্ব। কিন্তু পুরুষের জীবিকা নির্বাহ করতে, সংসারের ভরণ পোষণ মেটাতে দিনের বেশির ভাগ সময়

বাহিরে থাকতে হয়। একজন নারী সন্তান প্রতিপালনে অধিক সময় ব্যয় করেন। সন্তান প্রতিপালন করা আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُوسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه,, وَالأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى أَهْلِ بَيْتِه,, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِه,, فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه.

ইব্‌নু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন রক্ষক এবং তোমারা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আমীর রক্ষক, একজন ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের রক্ষক, একজন নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের রক্ষক। এ ব্যাপারে তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক, আর তোমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্থ লোকদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। [সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫২০০]

যথাযথভাবে সন্তান পালনের মাধ্যমে মা অবশ্যই বড় সওয়াবের অধিকারী হবেন। এসব কাজে মা যতক্ষণ ব্যস্ত থাকেন, পুরো সময়ই সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত হয়। উত্তম নারীর বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসুল (সা.) বলেন,

أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أَحْنَاه“ عَلٰى وَلَدٍ فِي صِغَرِه,, وَأَرْعَاه“ عَلٰى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِه.,,

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, উষ্ট্রারোহী মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ বংশীয়া মহিলারা সর্বোত্তম। তারা শিশু সন্তানদের প্রতি স্নেহশীল এবং স্বামীর মর্যাদার উত্তম রক্ষাকারিণী। [সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫০৮২]

হাদীসে আরো এসেছে,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ زِيَادَ، بْنَ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاَثَ تَمَرَاتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ " .

আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একবার এক অসহায় স্ত্রী তার দুটি মেয়ে সন্তান সহ আমার নিকট আসলো। আমি তাদেরকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে দু মেয়ের প্রত্যেককে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি নিজে খাবার জন্যে তার মুখে তুলল। সে মুহুর্তে মেয়ে দুটি এ খেজুর টিও খেতে চাইল। সে তখন নিজে খাবার জন্যে যে খেজুর টি মুখে তুলেছিল সেটি তাদের উভয়ের মাঝে বন্টন করে দিল। তার এ আচরণ আমাকে আশ্চর্য করে দিল। পরে আমি সে যা করেছে তা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সমীপে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এ কারণে তার জন্যে জান্নাত আবশ্যক করে দিয়েছেন অথবা তিনি তাকে এ কারণে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিয়েছেন। [সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৫৮৮]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا قَدْ حَمَلَتْ أَحَدَهُمَا وَهِيَ تَقُودُ الْآخَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ

আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, এক মহিলা তার দুটি সন্তানসহ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আসে। সে একটি সন্তানকে কোলে এবং অপরটিকে হাতে ধরে নিয়ে আসে। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: গর্ভধারিনী (বহনকারিণী) , সন্তান জন্মদানকারীণী এবং মমতাময়ী বা তারা তাদের স্বামীদের কষ্ট না দিলে তাদের মধ্যে যারা সলাতী তারা জান্নাতে যাবে। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২০১৩]

সুতরাং সন্তান পরিচর্যা ও প্রতিপালন এবং তাদের সেবার পেছনে নারী যে সময় ও শ্রম দেন, এতে তিনি বড় সওয়াবের অধিকারী হবেন। পাশাপাশি কুরআন তেলাওয়াত, নফল নামাজ, জিকির ও অন্যান্য আমলের প্রতি আগ্রহ থাকা এবং তা করতে না পারার আক্ষেপ বেশ প্রশংসনীয়। এক্ষেত্রে করণীয় হবে, দৈনন্দিনের ফরজ ওয়াজিব এবং সুন্নাতে মুয়াক্কাদার নামাজ আদায় করা। এরপর সাংসারিক ব্যস্ততার ফাঁকে নফল ইবাদত-বন্দেগির সুযোগ হলে আদায় করা। আর সময়-সুযোগ না পেলে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। বরং সন্তান লালন পালনের কারণে বিপুল সওয়াবের অধিকারী হবেন তিনি।

বিয়েতে নারীর অধিকার

নারী ইসলামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে নারীর অধিকার। এমনকি জীবন সঙ্গী নির্বাচনেও তার নিজস্ব মতামতের অধিকার রয়েছে। বিয়ের ক্ষেত্রেও নারীর সম্মতি দেওয়ার অধিকার দিয়েছে, নারীর উপর নিজেদের মতামত চাপিয়ে দিয়ে জুলম করার সুযোগ দেয়নি ইসলাম। কিন্তু বিয়ে একটি স্থায়ী সম্পর্ক। সমাজে একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে, নারীর কোনো সম্মতি বা মতামত না নিয়েই অপরিচিত ছেলের কাছে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

যে নারীকে বিয়ে দেওয়া হবে সে কুমারি হোক কিংবা তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা হোক সবার ক্ষেত্রেই বিয়ে দেয়ার আগে মতামত নেওয়া বা অনুমিত গ্রহণ করা আবশ্যক। যিনি বিয়ের অভিভাবক হবেন তার জন্য অবশ্যই নারীর কাছ থেকে বিয়ের আগে অনুমতি বা মতামত গ্রহণ করা জরুরি। কোনো নারীর মতামতের তোয়াক্কা না করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাত্রস্থ করা বা বিয়ে দেওয়া বৈধ নয়।

আবার যদি কোনো নারীর অনুমতি ও সম্মতি ছাড়াও তার বিয়ে দেওয়া হয় তবে সে নারী চাইলে তার বিয়ের আকদ বা চুক্তি বাতিল করতে পারবে। এ বিয়ে বাতিলের অধিকার রাখে নারী। একাধিক হাদিসের বর্ণনা থেকে তা প্রমাণিত।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ»

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পূর্বে বিবাহিতা নারীকে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না। আর কুমারী নারীকে তার সম্মতি না নিয়ে বিবাহ দেয়া হবে না। লোকে জিজ্ঞাসা করলো: ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তার সম্মতি কিভাবে হবে? তিনি বললেন, তার সম্মতি হলো চুপ থাকা। [সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩২৬৫]

কোনো নারীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হলে অনেক সময় লজ্জায় নারী কোনো কথা না বলে চুপ থাকে। নারীর এ নীরবতাকেই সম্মতি বলে ধরে নেয়া হবে। আর কোনো নারী যদি প্রস্তাবে রাজি না থাকে তবে তার প্রস্তাব বাতিল করার বিষয়টি জানিয়ে দেওয়ার অধিকার আছে। হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী, নারী কুমারী হোক কিংবা বিধবা; নারীর অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। অন্যথায় নারী চাইলে তার বিবাহ বাতিল করে দিতে পারবে। ইসলাম নারীকে এই অধিকার দিয়েছে।

- **বিধবা নারীর অধিকার**

ইসলাম বিধবা নারীকে শুধু বিয়ের অনুমতি দেয়নি; বরং উৎসাহিত করেছে। স্বামীর মৃত্যু বা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর নির্ধারিত সময় ইদ্দত পালন করার পর বিধবা নিজের পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কেউ তাকে বাধ্য করতে বা বাধা দিতে পারবে না।

আল্লামা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেন—

চরম মূর্খতার কারণে বেশির ভাগ মানুষ বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিয়েকে দোষের মনে করে। ... অথচ কখনো কখনো বিধবা নারীর জন্য দ্বিতীয় বিয়ে প্রথম বিয়ের মতো

ফরজ। যেমন বিধবা যুবতী হলে, তার বিভিন্ন আচরণে বিয়ের চাহিদা প্রকাশ পেলে, বিয়ে না দিলে ফিতনার ভয় থাকলে, খাওয়া-পরার কষ্ট থাকলে, দারিদ্র্যের কারণে দ্বিন-ধর্ম ও সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার ভয় আছে— এমন নারীর জন্য দ্বিতীয় বিয়ে ফরজ।' এমন অবস্থায় বিধবা নারী বিয়ে করতে না চাইলেও তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
(মুসলিম বর-কনে ইসলামী বিয়ে, পৃষ্ঠা ৬১ ও ৬৩)

এছাড়া, সাধারণত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে বিধবা নারী তার জীবন ও যৌবন বিসর্জন দেয় অথবা সন্তানের দোহাই দিয়ে তাকে দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখা হয়। ইসলাম বিধবা নারীকে সন্তানের 'একক দায়' থেকে মুক্তি দিয়েছে। ইসলামী শরিয়ত মতে, সম্পদ ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে পিতার অবর্তমানে দাদা সন্তানের অভিভাবক এবং তার অবর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারক অভিভাবক নির্ধারণ করে দেবে। অবশ্য মা সন্তান প্রতিপালন করবে যতক্ষণ না সে অন্যত্র বিয়ে করে।
হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، - يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي" . .

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
একদা এক মহিলা বললো, হে আল্লাহর রাসুল! এই সন্তানটি আমার গর্ভজাত, সে আমার স্তনের দুধ পান করেছে এবং আমার কোল তার আশ্রয়স্থল। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। এখন সে সন্তানটিকে আমার থেকে কেড়ে নিতে চাইছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেনঃ তুমি অন্যত্র বিয়ে না করা পর্যন্ত তুমিই তার অধিক হকদার।
[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং:২২৭৬

- **জীবনসঙ্গী নির্বাচনে নারীর অধিকার**

জাহেলি যুগে নারীরদের নিজেদের পছন্দ মতো বিয়ে করার কোনো অধিকার ছিল না, যার কাছে ইচ্ছা জোর করে তাদের পাত্রস্থ করতে হতো এবং এটাই তাদের মেনে নিতে হতো। ইসলাম আবির্ভাবের পর নারীদের নিজেদের পছন্দ মতো জীবন সঙ্গী নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ইসলাম দিয়েছে নারীর পছন্দের স্বাধীনতা। তাই যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোনো নারীকে বিয়ে দিতে পারবে না কিংবা কোনো পুরুষ কোনো নারীকে বলপূর্বক বিয়ে করতে পারবে না।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۲﴾

আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছবে তখন তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ো না যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে বিয়ে করবে যদি তারা পরস্পরে তাদের মধ্যে বিধি মোতাবেক সম্মত হয়। এটা উপদেশ তাকে দেয়া হচ্ছে, যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এটি তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধ ও অধিক পবিত্র। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। [সূরা বাকারাহ্ আয়াত:২৩২]

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন "তাদের কে বাধা দিয়ো না" অর্থাৎ কেউ চাইলেই জোরপূর্বক নারীকে বিয়ে করতে বাধা দিবে, এই অধিকার ইসলাম দেয়নি।

- **মোহরানায় নারীর অধিকার**

ইসলামে, মোহর বা মোহরানা (আরবি: مهر) হল বিয়ের সময় কনে কর্তৃক দাবিকৃত অর্থ বা সম্পদ, যা বর বা বর পক্ষ কর্তৃক কনেকে প্রদান করতে হয়।

মোহরানা মূলত বিয়েতে নারীর সম্মানি। যেটা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদান করতে হয়। মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব। এটা স্ত্রীর অধিকার। আদায় না করলে স্বামী কে গুনাহগার হতে হয়। ইসলাম নারীকে যেসব অধিকার প্রদান করেছে সেসবের অন্যতম

হচ্ছে বিয়ের সময় প্রাপ্য দেনমোহর। দেনমোহর কোনো পণ্যের চুক্তিমূল্য নয় বরং এটি একজন স্বামীর ওপর অর্পিত একটি দায়িত্ব, একই সঙ্গে একজন স্ত্রীর অধিকার যা পবিত্র কুরআন দ্বারা স্বীকৃত।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেন,

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

"এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর সন্তুষ্ট মনে দিয়ে দাও।"[সূরা আন নিসা আয়াত:৪]

স্বামী যাতে চুক্তি ও অঙ্গীকার মোতাবেক মোহরানার টাকাটা স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় বিনাদ্বিধায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান করে, ওই আয়াতে এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। এখানে খুশি মনে দেওয়ার বিষয়টি আমাদের এ শিক্ষাই দেয় মোহরানার অঙ্ক যেন স্বামীর সামর্থ্যে বাইরে না হয় এবং তা পরিশোধ করতে স্বামীর যেন প্রাণান্তকর অবস্থার সৃষ্টি না হয় বরং স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পরিশোধ করতে পারে।

আল্লাহ্ অন্যত্র আরো বলেন,

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾

"উল্লেখিত (অবৈধ) নারীগণ ব্যতীত অন্যান্য নারীগণকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তোমাদের স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য, ব্যভিচারের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা উপভোগ করবে তাদেরকে নির্ধারিত মোহর অর্পণ করবে।"[সুরা আন নিসা আয়াত:২৪]

আর প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন,

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج.

"সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা পূরণ করা জরুরী, তা হল সেই বস্তুত যার দ্বারা তোমরা (স্ত্রীদের) গুপ্তাঙ্গ হালাল করে থাক।"[সহীহ আল-জা-মিউস সাগীর অযিয়াদাতুহ ১৫৪৭নং]

সুতরাং স্ত্রীকে তার ঐ প্রদেয় মোহর প্রদান করা ফরয। জমি, জায়গা, অর্থ, অলঙ্কার, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি মোহরে দেওয়া চলে। বরং প্রয়োজনে (পাত্রীপক্ষ রাজী হলে) কুরআন শিক্ষাদান, ইসলাম গ্রহণও মোহর হতে পারে।

মোহরানার বিষয়ে পবিত্র কুরআন কারিমে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَحۡلَلۡنَا لَكَ اَزۡوَاجَكَ الّٰتِىۡۤ اٰتَيۡتَ اُجُوۡرَهُنَّ وَ مَا مَلَكَتۡ يَمِيۡنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيۡكَ وَ بَنٰتِ عَمِّكَ وَ بَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَ بَنٰتِ خَالِكَ وَ بَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِىۡ هَاجَرۡنَ مَعَكَ ۫ وَ امۡرَاَةً مُّؤۡمِنَةً اِنۡ وَّهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِىِّ اِنۡ اَرَادَ النَّبِىُّ اَنۡ يَّسۡتَنۡكِحَهَا * خَالِصَةً لَّكَ مِنۡ دُوۡنِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ؕ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِىۡۤ اَزۡوَاجِهِمۡ وَ مَا مَلَكَتۡ اَيۡمَانُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُوۡنَ عَلَيۡكَ حَرَجٌ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا

হে নবী, আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীদেরকে হালাল করেছি যাদেরকে তুমি মোহরানা দিয়েছ, আর আল্লাহ তোমাকে ফায়* হিসেবে যা দিয়েছেন তন্মধ্যে যারা তোমার মালিকানাধীন তাদেরকেও তোমার জন্য হালাল করেছি এবং (বিয়ের জন্য বৈধ করেছি) তোমার চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামার কন্যা, খালার কন্যাকে, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে, আর কোন মুমিন নারী যদি নবীর জন্য নিজকে হেবা করে, নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও তার জন্য বৈধ। এটা বিশেষভাবে তোমার জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়; আমি তাদের ওপর তাদের স্ত্রীদের ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তাদের ব্যাপারে যা ধার্য করেছি তা আমি নিশ্চয় জানি; যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আহযাব আয়াত:৫০]

আমাদের সমাজে দেখা যায় বিয়ের সময় সাধ্যের অতীত মোহরানা ধরা হয়, যা স্বামীর জন্য বিয়ের দিন পরিশোধ করা কঠিন। পরবর্তীতে দেখা যায় মোহরানা আদায় না করতে পারায় স্ত্রীর কাছে মাফ চেয়ে নেয়, যা কাপুরুষতার লক্ষণ। মোহরানার পরিমাণ বলে পাত্রী এবং সেটা অবশ্যই পাত্রের সামর্থ্যের মধ্যে হওয়া উচিত এবং বিয়ের দিন ই তা আদায় করে নেওয়া উচিত। এটা স্ত্রীর অধিকার, সম্মানি।

মুসলিম আইন অনুসারে একটি বিয়ে বৈধ বা শুদ্ধ হতে হলে পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হয়। মোহর প্রদান পাঁচটি শর্তের অন্যতম একটি শর্ত। মোহর ছাড়া বিয়ে পুরোপুরি বাতিল না হলেও এ ধরনের বিয়ে ফাসিদ বা ক্রুটিযুক্ত। যে কোনো সময় মোহর নির্ধারণ বা পরিশোধ করা হলে ফাসিদ বিয়েটি বৈধ হয়ে যাবে। মোহর বিয়ের আগে বা বিয়ের সময় নির্ধারণ করা যায়। বিয়ের সময় যদি মোহর নির্ধারণ না হয়ে থাকে, এমনকি স্ত্রী কোনো মোহর দাবি করবেন না শর্তে বিয়ে সম্পাদিত হয় তাহলেও স্ত্রীকে মোহর দিতে হবে। স্বামী কোনো অজুহাত দেখিয়েই স্ত্রীকে মোহর দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবেন না। মোহরানার ব্যাপারটি যতক্ষণ পর্যন্ত ফয়সালা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিয়ে পূর্ণাঙ্গ হবে না।

- **সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার**

স্ত্রী সহবাসের ক্ষেত্রে স্বামীর ইচ্ছা অগ্রগণ্য। স্বামী চাইলে স্ত্রীকে তার ডাকে সাড়া দিতে হবে অন্যথায় স্ত্রী গুনাহগার হবে। হাদীসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ". تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কোন লোক যদি নিজ স্ত্রীকে নিজ বিছানায় আসতে ডাকে আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর দুঃখ নিয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফেরেশতাগণ এমন স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত লা‘নত দিতে থাকে। শুবা, আবূ হামযাহ্, ইব্নু দাউদ ও আবূ মু‘আবিয়াহ (রহঃ) হতে হাদীস বর্ণনায় আবূ আওয়ানাহ (রহঃ)-এর অনুসরণ করেছেন।

[সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৩৭]

অন্যত্র এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" .

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তার সাথে বিছানায় শোয়ার জন্য আহবান করার পর যদি স্ত্রী না আসে এবং স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীকে অভিসম্পাত করতে থাকেন।[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২১৪১]

সুতরাং, এই হাদীস থেকে বোঝা যায় স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া নারীর জন্য অবশ্যই কর্তব্য। তবে বিশেষ কিছু সময়ে নারী স্বামীর ডাকে সাড়া দিতে পারবে না অর্থাৎ স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হতে পারবে না হায়েজ ও নিফাসের সময়। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَ يَسۡـَٔلُوۡنَکَ عَنِ الۡمَحِیۡضِ ؕ قُلۡ هُوَ اَذًی ۙ فَاعۡتَزِلُوا النِّسَآءَ فِی الۡمَحِیۡضِ ۙ وَ لَا تَقۡرَبُوۡهُنَّ حَتّٰی یَطۡهُرۡنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرۡنَ فَاۡتُوۡهُنَّ مِنۡ حَیۡثُ اَمَرَکُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیۡنَ وَ یُحِبُّ الۡمُتَطَهِّرِیۡنَ ﴿۲۲۲﴾

আর তারা তোমাকে হায়েয সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা কষ্ট। সুতরাং তোমরা হায়েযকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।

[সূরা বাকারাহ্ আয়াত:২২২]

এছাড়া, পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তবে পুরুষরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গে যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

نِسَآؤُکُمۡ حَرۡثٌ لَّکُمۡ ۪ فَاۡتُوۡا حَرۡثَکُمۡ اَنّٰی شِئۡتُمۡ ۫ وَ قَدِّمُوۡا لِاَنۡفُسِکُمۡ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّکُمۡ مُّلٰقُوۡهُ ؕ وَ بَشِّرِ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۲۲۳﴾

তোমাদের স্ত্রী তোমাদের ফসলক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের ফসলক্ষেত্রে গমন কর, যেভাবে চাও। আর তোমরা নিজদের কল্যাণে উত্তম কাজ সামনে পাঠাও। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে । আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।

[সূরা বাকারাহ্ আয়াত:২২৩]

উপসংহার

পরিশেষে দেখা যায় একমাত্র ইসলাম ধর্মই সূচনালগ্ন থেকে নারীকে প্রদান করেছে প্রকৃত মর্যাদা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার। মরুময় আরবের অন্ধকার যুগ ভেদ করে ইসলামের আগমন ঘটে সকল অন্ধকার দূরীভূত করতে। পৃথিবীর ইতিহাসে " আইয়্যামে জাহেলিয়ার" যুগে অর্থাৎ অন্ধকারের যুগে ইসলাম প্রস্ফুটিত হয়ে নারীকে মর্যাদা ও সম্মানে অধিষ্ঠিত করেছে। যখন নারী সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত, নিপীড়িত ছিলো তখন ইসলাম তার অধিকার নিশ্চিত করেছে। যখন নারী পুরুষের ভোগ্যপণ্য ছিলো তখন ইসলাম নারীকে দিয়েছে পুরুষের ন্যায় মনুষ্য অধিকার। নারীর মর্যাদায় মহান রব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে একটি সূরা নাযিল করেছেন "আন নিসা" যার অর্থ নারী। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় নারীর অধিকার ও মর্যাদা বর্ণিত রয়েছে।

পৃথিবীতে পর্যায়ক্রমে যত ধর্ম-সভ্যতা এসেছে, বিলীন হয়েছে। কোনো ধর্ম, সভ্যতায় নারীর মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারেনি। বর্তমানে যারা ইসলাম থেকে দূরে সরে জীবন পরিচালনা করতে চায় তারাই বিভিন্ন ভাবে লাঞ্ছিত হয়। ইসলাম ই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি বিষয় পুখানুপুঙ্খরূপে রয়েছে। ইসলামের আঙ্গিকে জীবন পরিচালনা করলে সর্বক্ষেত্রেই মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত থাকবে, হোক সে নারী কিংবা পুরুষ। প্রত্যেকের দায়িত্ব যেমন আলাদা তেমনি অধিকার ও মর্যাদা আলাদা এবং তাদের নিজ নিজ দায়িত্বের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

আমাদের উচিত স্রোতের জোয়ারে গা না ভাসিয়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধানে নিজের মর্যাদা খুঁজে নেওয়া। দুনিয়া ও আখিরাতের সফল হতে হলে আল্লাহর বিধান বিনা বাক্যে মেনে নেওয়া। নারীবাদের প্রেক্ষাপটে নিজের অধিকার না খুঁজে আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকারে সন্তুষ্ট থাকা। তবেই রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও পুরস্কার।

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ قِيۡلَ لِلَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا مَاذَاۤ اَنۡزَلَ رَبُّكُمۡ ؕ قَالُوۡا خَيۡرًا ؕ لِلَّذِيۡنَ اَحۡسَنُوۡا فِيۡ هٰذِهِ الدُّنۡيَا حَسَنَةٌ ؕ
وَ لَدَارُ الۡاٰخِرَةِ خَيۡرٌ ؕ وَ لَنِعۡمَ دَارُ الۡمُتَّقِيۡنَ﴿۳۰﴾ َ

আর যারা তাকওয়ার অবলম্বন করেছে, তাদের বলা হল, ‘তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন’? তারা বলল, ‘কল্যাণ’। যারা এই দুনিয়ায় উত্তম কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আর নিশ্চয় আখিরাতের আবাস উত্তম এবং মুত্তাকীদের আবাস কতইনা উত্তম!

[সূরা আন নাহল আয়াত:৩০]।

অতএব একজন মুসলিম নারী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিজের দ্বীন এবং দুনিয়াতে ইসলামিক আদব মেনে চলা তাহলেই আল্লাহর রহমত বরকতের মাধ্যমে আমাদের পথ সফল হবে।

সমাপ্ত

রেফারেন্স:

কুরআনের আয়াত সংগ্রহ “Hadith BD” ওয়েবসাইট থেকে

হাদীস সংগ্রহ “আল হাদীস” অ্যাপ থেকে

কিছু ওয়েবসাইটের আর্টিকেল থেকে তথ্য সংগ্রহ, যেমন: মাসিক আত তাহরীক, মিম্বার, fatwa.org (https://fatwaa.org/%E0%A6%B9%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AC C-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%AE/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%9C%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8/%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF/)ইত্যাদি।